ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন-২০২০

বিজয়ীদের তথ্য বিশ্লেষণ ও নির্বাচন মূল্যায়ন

সুজন-সুশাসনের জন্য নাগরিক (২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২০)

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন ঘোষিত সংশোধিত তফসিল আনুযায়ী গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সিটি কর্পোরেশন দুটির অবস্থান খোদ রাজধানী হওয়ায় গুরুত্বের বিবেচনায় সারা দেশের সচেতন মানুষদের দৃষ্টি ছিল এই নির্বাচনের দিকে।

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার ছিল ৩০ লক্ষ ১০ হাজার ২৭৩ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১৫ লক্ষ ৪৯ হাজার ৬৬৭ জন এবং নারী ১৪ লক্ষ ৬০ হাজার ৭০৬ জন। ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে মোট ভোটার ছিল ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৯৪ জন। এর মধ্যে পুরুষ ১২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৪৪১ জন এবং নারী ১১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৭৫৩ জন। ঢাকা উত্তরে ১,৩১৮ টি ভোটকেন্দ্র ও ৭,৮৪৬টি বুথ ছিল এবং ঢাকা দক্ষিণে ১,১৫০ টি ভোটকেন্দ্র ও ৬,৫৮৮টি বুথ ছিল।

চূড়ান্ত প্রার্থীদের তথ্যে দেখা যায় ঢাকা উত্তরে প্রার্থী হিসেবে মেয়র পদে ৬ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ২৫২ জন এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৭৭ জন; তিনটি পদে সর্বমোট ৩৩৫ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। সংরক্ষিত আসনের ৭৭ জন নারী প্রার্থী ছাড়াও ঢাকা উত্তরে ৬ জন নারী প্রার্থী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এই ৬ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১ জন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ২ জন।

ঢাকা দক্ষিণে মেয়র পদে ৭ জন, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৩২৫ জন এবং সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৮২ জন; তিনটি পদে সর্বমোট ৪১৪ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। সংরক্ষিত আসনের ৮২ জন নারী প্রার্থী ছাড়াও ঢাকা দক্ষিণে ৯ জন নারী প্রার্থী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। এই ৯ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১ জন এবং বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ২ জন।

এই নির্বাচনে দুই সিটি মিলিয়ে মেয়র পদে ১৩ জন, ১২৯টি ওয়ার্ডে সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ৫৭৭ জন এবং ৪৩টি সংরক্ষিত ওয়ার্ডে সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদে ১৫৯ জন; তিনটি পদে সর্বমোট ৭৪৯ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন । উলেখ্য, ১৩ জন মেয়র প্রার্থীই রাজনৈতিক দল থেকে মনোনীত; স্বতন্ত্র কেউই ছিল না।

নির্বাচনী ফলাফলে দেখা যায় যে, দুটি সিটিতেই মেয়র পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা জয়ী হয়েছেন। ঢাকা উত্তর সিটিতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থী মোঃ আতিকুল ইসলাম এবং ঢাকা দক্ষিণে একই দলের ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপস বিজয়ী হয়েছেন।

ঢাকা উত্তরে সর্বমোট ৫৪টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৪২ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ২ জন, জাতীয় পার্টি সমর্থিত ১ জন, বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী- ৫ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ৪ জন বিজয়ী হন। ঢাকা দক্ষিণে সর্বমোট ৭৫টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ৫৬ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ৭ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী- ৫ জন এবং স্বতন্ত্র ৭ হিসেবে জন বিজয়ী হয়। সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে একজন নারী বিজয়ী হন। তিনি ৪৭ নং ওয়ার্ড থেকে নির্বাচিত সাহানা আক্তার। উল্লেখ্য ঢাকা দক্ষিণের বিজয়ী ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ২ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন ২৫ নং ওয়ার্ডে মোঃ আনোয়ার ইকবাল ও ৪৩ নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর মোঃ আরিফ হোসেন।

ঢাকা উত্তরে সর্বমোট ১৮টি সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১৩ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ২ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ৩ জন নির্বাচিত হয়েছেন। ঢাকা দক্ষিণে সর্বমোট ২৫টি সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর পদের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সমর্থিত ১৯ জন, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সমর্থিত ৪ জন এবং স্বতন্ত্র হিসেবে ২ জন নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য ঢাকা দক্ষিণের বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরদের মধ্যে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ২ জন বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতরা হলেন ৬ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলর নারগীস মাহতাব ও ৮ নং সংরক্ষিত ওয়ার্ডের নিলুফার রহমান।

নির্বাচনী বিধি অনুযায়ী এই নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী প্রার্থীগণ মনোনয়নপত্রের সঙ্গে হলফনামা আকারে সাত ধরনের তথ্য রিটার্নিং অফিসারের কার্যালয়ে দাখিল করেন। আমরা **'সুজন'**-এর উদ্যোগে প্রার্থীগণ প্রদত্ত তথ্যসমূহ বিশ্লেষণ করে গত ২৫ জানুয়ারি গণমাধ্যমের সহযোগিতায় ভোটারদের জ্ঞাতার্থে তুলে ধরেছিলাম। এখন আমরা বিজয়ীদের তথ্য তুলে ধরবো, যাতে জনগণ দেখতে পারে কারা জনপ্রতিনিধি হিসেবে তাদের প্রতিনিধিত্ব করবেন। উল্লেখ্য, এ **বিশ্লেষণের ভিত্তি হলো নির্বাচন কমিশনের সূত্র থেকে প্রাপ্ত প্রার্থী প্রদত্ত তথ্য।**

বিজয়ীদের তথ্য বিশ্লেষণ

১. শিক্ষাগত যোগ্যতা:

১.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	১ ১০০%	০	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৬ ৩৮.০৯%	৭ ১৬.৬৭%	৭ ১৬.৬৭%	৭ ১৬.৬৭%	৫ ১১.৯০%	০	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ ৫০%	১ ৫০%	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	৫ ৫০%	০	২ ২০%	২ ২০%	১ ১০%	০	১০ ১০০%
	মোট	২২ ৪০.৭৪%	৮ ১৪.৮১%	৯ ১৬.৭%	৯ ১৬.৭%	৬ ১১.১১%	০	৫৪ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭ ৫৩.৮৫%	৩ ২৩.০৮%	০	৩ ২৩.০৮%	০	০	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ ৫০%	০	১ ৫০%	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	১ ৩৩.৩৩%	১ ৩৩.৩৩%	১ ৩৩.৩৩%	০	০	০	৩ ১০০%
	মোট	৯ ৫০%	৪ ২২.২২%	২ ১১.১১%	৩ ১৬.৬৭%	০	০	১৮ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৩ ৪১.০৭%	১০ ১৭.৮৬%	৭ ১২.৫%	১১ ১৯.৬৪	৫ ৮.৯৩%	০	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২ ৫০%	১ ২৫%	১ ২৫%	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	৬ ৪৬.১৫%	১ ৭.৬৯%	৩ ২৩.০৮%	২ ১৫.৩৮%	১ ৭.৬৯%	০	১৩ ১০০%
সর্বমোট		৩১ ৪২.৪৭%	১২ ১৬.৪৪%	১১ ১৫.০৭%	১৩ ১৭.৮১%	৬ ৮.২২%	০	৭৩ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশের (৩০ জন বা ৫৫.৫৬%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৪২ জনের মধ্যে এই হার ৫৪.৭৬% (২৩ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ১০০% (২জন) এবং অন্যান্য ১০ জনের মধ্যে ৫০% (৫ জন)।
- ৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা মাত্র ১৫ জন (২৭.৭৮%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৪২ জনের মধ্যে এই হার ২৮.৫৭% (১২ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ০% এবং অন্যান্য ১০ জনের মধ্যে ৩০% (৩ জন)।
- ৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪০.৭৪% (২২ জন) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৪২ জনের মধ্যে এই হার ৩৮.০৯ (১৬ জন); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) এবং অন্যান্য ১০ জনের মধ্যে ৫০% (৫ জন)।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশের (১৩ জন বা ৭২.২২%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে এই হার ৭৬.৯২% (১০ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) এবং অন্যান্য ৩ জনের মধ্যে ৬৬.৬৭% (২ জন)।
- ১৮ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রীধারীর সংখ্যা মাত্র ৩ জন (১৬.৬৭%)। ৩ জনের সকলেই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৩ জনের মধ্যে এই হার ২৩.০৮%।
- ১৮ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫০% (৯ জন) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৩ জনের মধ্যে এই হার ৫৩.৮৫% (৭ জন); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) এবং অন্যান্য ৩ জনের মধ্যে ৩৩.৩৩% (১ জন)।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ২৮.৫৭% (১৬ জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; ৫৮,৯৩% (৩৩ জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৪১.০৭% (২৩জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারী কেউ নেই। ৭৫% (৩ জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৫০% (২ জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ২৩.০৮% (৩ জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; ৫৩.৮৫% (৭ জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৪৬.১৫% (৬ জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** উচ্চ শিক্ষার দিক থেকে দলগতভাবে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং স্বল্প শিক্ষিতের দিক থেকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারার দিক থেকেও এগিয়ে আছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধির মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ২৬.০৩% (১৯ জন)। ৫৮.৯০% (৪৩ জন)-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা) ৪২.৪৭% (৩১ জন)।

- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ছিল ২৪.৭৮%। ৬১% এর শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে ছিল ৪৬.৫৭% (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা)।

- ২০১৫ সালে বিজয়ী সকল জনপ্রতিনিধির মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ছিল ১৮.৭৫%। ৭০.৮৩% শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে ছিল ৬০.৬১% (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা)। উল্লেখ্য স্বল্প শিক্ষিত এবং উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারাদের মধ্যে শিক্ষাগত যোগ্যতা উল্লেখ না করা ৩ জনকে ধরা হয়েছে।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় স্বল্প শিক্ষিতরা যেমন কিছুটা কম নির্বাচিত হয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা-৬১.৩২%; নির্বাচিত-৫৮.৯৩%); তেমনি উচ্চ শিক্ষিতরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বেশি (প্রতিদ্বন্দ্বিতা-২৬.০৩%; নির্বাচিত-২৭.৭৮%) নির্বাচিত হয়েছে।

- একইভাবে ২০১৫ সালের তুলনায় স্বল্প শিক্ষিতরা যেমন কিছুটা কম নির্বাচিত হয়েছে (২০১৫- ৭০.৮৩%; ২০২০- ৫৮.৯০%); তেমনি উচ্চ শিক্ষিতরা বেশি (২০১৫ সাল- ১৮.৭৫%; ২০২০ সাল- ৩৪.২৪%) নির্বাচিত হয়েছে।

- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কিছুটা এবং অতীতের তুলনায় বেশ উন্নতি হয়েছে। তবে এও সত্য যে, **এবারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ৪২.৪৬% রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।**

১.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২৬ ৪৬.৪৩%	৭ ১২.৫%	১১ ১৯.৬৪%	৩ ৫.৩৬%	৮ ১৪.২৯%	১ ১.৭৯%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৪ ৫৭.১৪%	২ ২৮.৫৭%	০	১ ১৪.২৯%	০	০	৭ ১০০%
	অন্যান্য	৫	১	৩	২	১	০	১২

		৪১.৬৭%	৮.৩৩%	২৫%	১৬.৬৭%	৮.৩৩%		১০০%
	মোট	৩৫ ৪৬.৬৭%	১০ ১৩.৩৩%	১৪ ১৮.৬৭%	৬ ৮%	৯ ১২%	১ ১.৩৩%	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১০ ৫২.৬৩%	৩ ১৫.৭৯%	৩ ১৫.৭৯%	১ ৫.২৬%	২ ১০.৫২%	০	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ২৫%	১ ২৫%	১ ২৫%	১ ২৫%	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ৫০%	০	১ ৫০%	০	০	২ ১০০%
	মোট	১০ ৪০%	৫ ২০%	৪ ১৬%	৩ ১২%	৩ ১২%	০	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৩৬ ৪৭.৩৭%	১০ ১৩.১৬%	১৪ ১৮.৪২%	৪ ৫.২৬%	১১ ১৪.৪৭%	১ ১.৩২%	৭৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৪ ৩৬.৩৬%	৩ ২৭.২৭%	১ ৯.০৯%	২ ১৮.১৮%	১ ৯.০৯%	০	১১ ১০০%
	অন্যান্য	৫ ৩৫.৭১%	২ ১৪.২৯%	৩ ২১.৪৩%	৩ ২১.৪৩%	১ ৭.১৪%	০	১৪ ১০০%
সর্বমোট		৪৫ ৪৫.৫৫%	১৫ ১৪.৮৫%	১৮ ১৭.৮২%	৯ ৮.৯১%	১৩ ১২.৮৭%	১ ০.৯৯%	১০১ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতকোত্তর (বার এ্যাট ল)।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশের (৪৬ জন বা ৬১.৩৩%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে এই হার ৬০.৭১% (৩৪ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ৮৫.৭১% (৬ জন) এবং অন্যান্য ১২ জনের মধ্যে ৫০% (৬ জন)।
- ৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রীধারীর সংখ্যা মাত্র ১৫ জন (২০%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে এই হার ১৯.৬৪% (১১ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ১৪.২৯% (১ জন) এবং অন্যান্য ১২ জনের মধ্যে ২৫% (৩ জন)।
- ৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪৮% (৩৬ জন) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৫৬ জনের মধ্যে এই হার ৪৮.২১% (২৭ জন); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ৫৭.১৪% (৪ জন) এবং অন্যান্য ১২ জনের মধ্যে ৪১.৬৭% (৫ জন)।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে অধিকাংশের (১৫ জন বা ৬০%) শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ১৯ জনের মধ্যে এই হার ৬৮.৪২% (১৩ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে ২৫% (১ জন) এবং অন্যান্য ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন)।
- ২৫ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে স্নাতক ডিগ্রীধারীর সংখ্যা মাত্র ৬ জন (২৪%)। আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৯ জনের মধ্যে এই হার ১৫.৭৯% (৩ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে ৫০% (২ জন)। অন্যান্য ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন)।
- ২৫ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪০% (১০ জন) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারেননি। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯ জনের মধ্যে এই হার ৫২.৬৩% (১০ জন)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে নেই।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ১৯.৭৪% (১৫ জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; ৬১.৮৪% (৪৭ জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৪৮.৬৮% (৩৭ জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।

- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ২৭.২৭% (৩ জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; ৬৩.৬৪% (৭ জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৩৬.৩৬% (৪ জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ২৮.৫৭% (৪ জন) স্নাতক ও স্নাতকোত্তর; ৫০% (৭জন) এসএসসি ও তার নীচে এবং ৩৫.৭১% (৫ জন) উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** উচ্চ শিক্ষা ও স্বল্প শিক্ষা উভয় দিক থেকেই দলগতভাবে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এগিয়ে আছে। তবে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারার দিক থেকে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধির মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ২১.৭৮% (২২ জন)। ৬০.৪০% (৬১ জন)-এর শিক্ষাগত যোগ্যতা এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা) ৪৫.৫৪% (৪৬ জন)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ছিল ১৯.৩১%। ৬৬.৭৪% শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে ছিল ৫০.১২% (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা)।
- ২০১৫ সালে বিজয়ী সকল জনপ্রতিনিধির মধ্যে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর (উচ্চ শিক্ষিত) ছিল ২১.০৫%। ৫১.৩২% শিক্ষাগত যোগ্যতা ছিল এসএসসি ও তার নিচে (স্বল্প শিক্ষিত) এবং এসএসসি'র নিচে ছিল ৪২.১১% (উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় স্বল্প শিক্ষিতরা যেমন কিছুটা কম নির্বাচিত হয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা-৬৬.৭৪%; নির্বাচিত-৬০.৪০%); তেমনি উচ্চ শিক্ষিতরা প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কিছুটা বেশি (প্রতিদ্বন্দ্বিতা-১৯.৩১%; নির্বাচিত-২১.৭৮%) নির্বাচিত হয়েছে।
- ২০১৫ সালের তুলনায় স্বল্প শিক্ষিত (২০১৫ সাল- ৫১.৩২%; ২০২০ সাল- ৬০.৪০%); উচ্চ শিক্ষিতরা বেশি (২০১৫ সাল- ২১.০৫%; ২০২০ সাল- ২১.৭৮%) নির্বাচিত হয়েছে।
- শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিতদের মান কিছুটা উন্নত হয়েছে। তবে ২০১৫ সালে নির্বাচিতদের তুলনায় স্বল্প শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পেয়েছে; মানের দিক থেকে যা নিম্নগামী। উল্লেখ, **এবারে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যেও ৪৫.৫৫% রয়েছে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডি অতিক্রম করতে না পারা।**

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্য:

২.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	১ ১০০%	০	০	০	০	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৪০ ৯৫.২৪%	১ ২.৩৮%	০	০	১ ২.৩৮%	০	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	২ ১০০%	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	১০ ১০০%	০	০	০	০	০	১০ ১০০%
	মোট	০	৫২ ৯৬.৩০%	১ ১.৮৫%	০	০	১ ১.৮৫%	০	৫৪ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৭ ৫৩.৮৫%	১ ৭.৬৯%	০	১ ৭.৬৯%	১ ৭.৬৯%	৩ ২৩.০৮%	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ৫০%	০	০	০	১ ৫০%	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	২ ৬৬.৬৭%	০	০	১ ৩৩.৩৩%	০	০	৩ ১০০%
	মোট	০	১০ ৫৫.৫৬%	১ ৫.৫৬%	০	২ ১১.১১%	২ ১১.১১%	৩ ১৬.৬৭	১৮ ১০০%

সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৪৮ ৮৫.৭১%	২ ৩.৫৭%	০	১ ১.৭৯%	২ ৩.৫৭%	৩ ৫.৩৬%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	৩ ৭৫%	০	০	০	১ ২৫%	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	১২ ৯২.৩০%	০	০	১ ৭.৬৯%	০	০	১৩ ১০০%
সর্বমোট		০	৬৩ ৮৬.৩০%	২ ২.৭৪%	০	২ ২.৭৪%	৩ ৪.১১%	৩ ৪.১১%	৭৩ ১০০%

মেয়রঃ

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের পেশা ব্যবসা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯৬.৩০% (৫২ জন)-এর পেশা ব্যবসা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪২ জনের জনের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৯৫.২৪% (৪০ জন)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনই (১০০%) ব্যবসায়ী।
- অন্যান্য ১০ জনের মধ্যেও সকলেই (১০০%) ব্যবসায়ী।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরঃ

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫৫.৫৬% (১০ জন)-এর পেশা ব্যবসা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৩ জনের জনের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৫৩.৮৫% (৭ জন)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ১ জন (৫০%) ব্যবসায়ী।
- অন্যান্য ৩ জনের মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৭%) ব্যবসায়ী।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধিঃ ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগঃ** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৮৫.৭১% (৪৮জন) ব্যবসায়ী।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলঃ** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের মধ্যে ৭৫% (৩ জন) ব্যবসায়ী।
- **অন্যান্যঃ** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ৯২.৩০% (১২ জন) ব্যবসায়ী।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** ব্যবসা পেশার দিক থেকে দলগতভাবে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণঃ

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৮৬.৩০% (৬৩ জন) ব্যবসায়ী।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল ৭২.৮১%।
- ২০১৫ সালে বিজয়ী সকল জনপ্রতিনিধির মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল ৬৮.৭৫%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, পেশার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং অতীতের (২০১৫ সাল) তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিশ্লেষণ থেকে বলা যায় যে, আমাদের দেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে ব্যবসায়ীদের যুক্ত হওয়ার প্রবণতাই শুধু বৃদ্ধি পাচ্ছে না; প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই প্রবণতাকে নির্বাচনে অর্থবিত্তের প্রভাবের প্রতিফলন বলেই মনে করা যেতে পারে। আমরা পূর্বেই বলেছি, 'এই প্রবণতা জনপ্রতিনিধিদের জনসেবামূলক ভূমিকার পরিবর্তে বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গিমূলক প্রবণতার প্রসার ঘটাতে পারে। এটা বিরাজনীতিকরণের ধারা শক্তিশালী হওয়ারও একটা লক্ষণ। আসলে রাজনীতিই ধীরে ধীরে ব্যবসায় পরিণত হচ্ছে কি না, এ প্রশ্ন করার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে।'

২.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিনী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	১ ১০০%	০	০	০	১ ১০০%

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২ ৩.৫৭%	৫০ ৮৯.২৯%	০	০	০	১ ১.৭৯%	৩ ৫.৩৬%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	৭ ১০০%	০	০	০	০	০	৭ ১০০%
	অন্যান্য	০	১১ ৯১.৬৭%	০	১ ৮.৩৩%	০	০	০	১২ ১০০%
	মোট	২ ২.৬৭%	৬৮ ৯০.৬৭%	০	১ ১.৩৩%	০	১ ১.৩৩%	৩ ৪%	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৬ ৩১.৫৮%	১ ৫.২৬%	০	৮ ৪২.১১%	১ ৫.২৬%	৩ ১৫.৭৯%	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	১ (২৫%)	২ (৫০%)	০	১ (২৫%)	৪ (১০০%)
	অন্যান্য	০	২ ১০০%	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	মোট	০	৮ ৩২%	১ ৪%	১ ৪%	১০ ৪০%	১ ৪%	৪ ১৬%	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	**২ ২.৬৩%**	**৫৬ ৭৩.৬৮%**	**১ ১.৩২%**	**১ ১.৩২%**	**৮ ১০.৫৩%**	**২ ২.৬৩%**	**৬ ৭.৮৯%**	**৭৬ ১০০%**
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	৭ ৬৩.৬৪%	০	১ ৯.০৯%	২ ১৮.১৮%	০	১ ৯.০৯%	১১ ১০০%
	অন্যান্য	০	১৩ ৯২.৮৫	০	১ ৭.১৪%	০	০	০	১৪ ১০০%
সর্বমোট		**২ ১.৯৮%**	**৭৬ ৭৫.২৫%**	**১ ০.৯৯%**	**৩ ২.৯৭%**	**১০ ৯.৯০%**	**২ ১.৯৮%**	**৭ ৬.৯৩%**	**১০১ ১০০%**

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের পেশা আইন ব্যবসা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৯০.৬৭% (৬৮ জন)-এর পেশা ব্যবসা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৫৬ জনের জনের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৮৯.২৯.% (৫০ জন)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনই (১০০%) ব্যবসায়ী।
- অন্যান্য ১২ জনের মধ্যে ১১ জনই (৯১.৬৭%) ব্যবসায়ী।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩২% (৮ জন)-এর পেশা ব্যবসা।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৯ জনের জনের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৩১.৫৮% (৬ জন)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে কেউই ব্যবসায়ী নন।
- অন্যান্য ২ জনের মধ্যে ২ জনই (১০০%) ব্যবসায়ী।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ৭৩.৬৮% (৫৬ জন) ব্যবসায়ী।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ৬৩.৬৪% (৭ জন) ব্যবসায়ী।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ৯২.৮৫% (১৩ জন) ব্যবসায়ী।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** ব্যবসা পেশার দিক থেকে দলগতভাবে এগিয়ে আছে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৫.২৫% (৭৬ জন) ব্যবসায়ী।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল ৭৩.৫৯% ।
- ২০১৫ সালে বিজয়ী সকল জনপ্রতিনিধির মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ছিল ৮০.২৬%।
- বিশ্লেষণে দেখা যায়, পেশার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার হার বেশি হলেও অতীতের (২০১৫ সাল) তুলনায় হ্রাস পেয়েছে। তার পরেও ঢাকা দক্ষিণে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের তিন চতুর্থাংশই ব্যবসায়ী।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্য:

৩.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪ ৯.৫২%	৫ ১১.৯১%	১ ২.৩৮%	৩ ৭.১৪%	১ ২.৩৮%	০	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২ ১০০%	০	১ ৫০%	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	২ ২০%	২ ২০%	১ ১০%	২ ২০%	০	০	১০ ১০০%
	মোট	৮ ১৪.৮১%	৭ ১২.৯৬%	৩ ৫.৫৬%	৫ ৯.২৬%	১ ১.৮৫%	০	৫৪ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ ৫০%	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	৩ ১০০%
	মোট	১ ৫.৫৬%	০	০	০	০	০	১৮ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৪ ৭.১৪%	৫ ৮.৯২%	১ ১.৭৯%	৩ ৫.৩৬%	১ ১.৭৯%	০	৫৬ ১০০%

	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৩ ৭৫%	০	১ ২৫%	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	২ ১৫.৩৮%	২ ১৫.৩৮%	১ ৭.৬৯%	২ ১৫.৩৮%	০	০	১৩ ১০০%
সর্বমোট		৯ ১২.৩৩%	৭ ৯.৫৯%	৩ ৪.১১%	৫ ৬.৮৫%	১ ১.৩৭%	০	৭৩ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের বিরুদ্ধে কোনো মামলা নেই। অতীতেও কখনও ছিল না।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮ জনের (১৪.৮১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭ জনের (১২.৯৬%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে (১.৮৫%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (৫.৫৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে (৯.২৬%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৪২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৯.৫২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৫ জনের (১১.৯১%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে (২.৩৮%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (২.৩৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (৭.১৪%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (১০০%) বিরুদ্ধেই বর্তমানে, ১ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয় ১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের (২০%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (১০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের বিরুদ্ধে (২০%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ১ জনের (৫.৫৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে রয়েছে। তিনি বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের সাথে সম্পৃক্ত।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৪ জনের (৭.১৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে ছিল ৫ জনের (৮.৯২%) বিরুদ্ধে। ১ জনের বিরুদ্ধে (১.৭৯%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৫.৭৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (৫.৩৬%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের মধ্যে ৩ জনের (৭৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে কারো বিরুদ্ধে ছিল না। ৩০২ ধারায় ১ জনের (২৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ২ জনের (১৫.৩৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে ছিল ২ জনের (১৫.৩৮%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৭.৬৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের বিরুদ্ধে (১৫.৩৮%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং অতীত মামলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের প্রার্থীরা এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৯ জনের (১২.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৭ জনের (৯.৫৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে (১.৮%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৩ জনের (৫.৫%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে (৯.২%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

- ঢাকা উত্তরের ২৯.৯১% প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৪.২০%-এর বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৬.৩৪%-এর বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৬.৯৫%-এর বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩.০২%-এর বিরুদ্ধে মামলা আছে বা ছিল।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ৮.৩৩% প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২.৯১% প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৪.১৬% প্রার্থীর বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২.০৮% বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং অতীতে ১৪.৫৮% প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা আছে বা ছিল।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার হ্রাস পেলেও (বর্তমান মামলা: প্রতিদ্বন্দ্বিতা-২৯.৯১%, নির্বাচিত- ১২.৩৩%) ২০১৫ সালের বিজয়ীদের তুলনায় ২০২০ সালে মামলা সংশ্লিদের নির্বাচিত হওয়ার হার বৃদ্ধি (বর্তমান মামলা: ২০১৫-৮.৩৩%, বর্তমানে-১২.৩৩%) পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের কম নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ইতিবাচক হলেও; ২০১৫ সালের তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের বেশি নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে নেতিবাচক।

৩.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	বর্তমান মামলা	অতীত মামলা	বর্তমানে ৩০২ ধারায় মামলা	অতীতে ৩০২ ধারায় মামলা	উভয় সময়েই মামলা	উভয় সময়েই ৩০২ ধারায় মামলা	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	১ ১০০%	০	০	০	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬ ১০.৭১%	৮ ১৪.২৯%	১ ১.৭৯%	২ ৩.৫৭%	৩ ৫.৩৬%	০	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৫ ৭১.৪৩%	৩ ৪২.৮৬%	২ ২৮.৫৭%	০	২ ২৮.৫৭%	০	৭ ১০০%
	অন্যান্য	৪ ৩৩.৩৩%	২ ১৬.৬৭%	১ ৮.৩৩%	১ ৮.৩৩%	০	০	১২ ১০০%
	মোট	১৫ ২০%	১৩ ১৭.৩৩%	৪ ৫.৩৩%	৩ ৪%	৫ ৬.৬৭%	০	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ৫.২৬%	১ ৫.২৬%	০	০	০	০	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	২ ৫০%	১ ২৫%	০	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	মোট	৩ ১২%	২ ৮%	০	০	০	০	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭ ৯.২১%	১০ ১৩.১৫%	১ ১.৩২%	২ ২.৬৩%	৩ ৩.৯৫%	০	৭৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	৭ ৬৩.৬৩%	৪ ৩৬.৩৬%	২ ১৮.১৮%	০ ১৮.১৮%	২ ১৮.১৮	০	১১ ১০০%
	অন্যান্য	৪ ২৮.৫৭%	২ ১৪.২৮%	১ ৭.১৪%	১ ৭.১৪	০	০	১৪ ১০০%

সর্বমোট	১৮ ১৭.৮২%	১৬ ১৫.৮৪%	৪ ৩.৯৬%	৩ ২.৯৭%	৫ ৪.৯৫	০	১০১ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের বিরুদ্ধে বর্তমানে কোনো মামলা নেই। অতীতে দুটি মামলা দায়ের হলেও হাইকোর্ট থেকে তা খারিজ হয়ে যায়।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১৫ জনের (২০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৩ জনের (১৭.৩৩%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে (৬.৬৭%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৪ জনের (৫.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (৪%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৬ জনের (১০.৭১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ৮ জনের (১৪.২৯%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (৫.৩৬%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (১.৭৯%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের বিরুদ্ধে (৩.৫৭%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৭ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫ জনের (৭১.৪৩%) বিরুদ্ধেই বর্তমানে, ৩ জনের (৪২.৮৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ২ জনের বিরুদ্ধে (২৮.৫৭%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ২ জনের (২৮.৫৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে।

- অন্যান্য দল ও নির্দলীয় ১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪ জনের (৩৩.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের (১৬.৬৭%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৮.৩৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১ জনের বিরুদ্ধে (৮.৩৩%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৩ জনের (১২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে এবং ২ জনের (৮%) বিরুদ্ধে অতীতে ছিল বা আছে।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৯ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১ জনের (৫.২৬%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ৪ জন সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জনের (৫০%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১ জনের (২৫%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ৭ জনের (৯.২১%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে ছিল ১০ জনের (১৩.১৫%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় ১ জনের (১.৩২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ২ জনের (২.৬৩%) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা আছে বা ছিল।

- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ৭ জনের (৬৩.৬৩%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে ছিল ৪ জনের (৩৬.৩৬%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় ২ জনের (১৮.১৮%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা রয়েছে। ২ জনের (১৮.১৮%) বিরুদ্ধে উভয় সময়েই মামলা আছে বা ছিল।

- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ৪ জনের (২৮.৫৭%) বিরুদ্ধে বর্তমানে মামলা আছে। অতীতে ছিল ২ জনের (১৪.২৮%) বিরুদ্ধে। ৩০২ ধারায় ১ জনের (৭.১৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ১ জনের (৭.১৪) বিরুদ্ধে অতীতে মামলা ছিল বা আছে।

- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** বর্তমান মামলা ও অতীত মামলা উভয় ক্ষেত্রেই বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের প্রার্থীরা এগিয়ে আছেন।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ১৮ জনের (১৭.৮২%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৬ জনের (১৫.৮৪%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৫ জনের বিরুদ্ধে (৪.৯৫%) উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৪ জনের (৩.৯৬%) বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং ৩ জনের বিরুদ্ধে (২.৯৭%) অতীতে মামলা আছে বা ছিল।
- ঢাকা দক্ষিণের সকল প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর মধ্যে ২৬.৬৫% বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১২.২২% বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৬.৩৬% উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ৪.১৬% বিরুদ্ধে বর্তমানে, ২.৯৩% অতীতে এবং ০.২৪% বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ১৪.৪৭% প্রার্থীর বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১৮.৪২% প্রার্থীর বিরুদ্ধে অতীতে এবং ১.৩১% প্রার্থীর বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। ৩০২ ধারায় ১.৩১% বিরুদ্ধে বর্তমানে এবং অতীতে ৯.২১% প্রার্থীর বিরুদ্ধে মামলা আছে বা ছিল।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার হ্রাস পেলেও (বর্তমান মামলা: প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ২৬.৬৫%, নির্বাচিত- ১৭.৮%) ২০১৫ সালের বিজয়ীদের তুলনায় ২০২০ সালে মামলা সংশ্লিষ্টদের নির্বাচিত হওয়ার হার বৃদ্ধি (বর্তমান মামলা: ২০১৫-১৪.৪৭%, বর্তমানে-১৭.৪৭%) পেয়েছে। প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের কম নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ইতিবাচক হলেও; ২০১৫ সালের তুলনায় মামলা সংশ্লিষ্টদের বেশি নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে নেতিবাচক।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

৪.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	৯ ২১.৪৩%	২০ ৪৭.৬২%	৭ ১৬.৬৭%	৪ ৯.৫২%	২ ৪.৭৬%	০	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	২ ১০০%	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ১০%	৩ ৩০%	৩ ৩০%	০	১ ১০%	২ ২০%	১০ ১০০%
	মোট	০	১২ ২২.২২%	২৩ ৪২.৫৯%	১০ ১৮.৫২%	৪ ৭.৪১%	৩ ৫.৫৬%	২ ৩.৭০%	৫৪ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ৭.৬৯%	৬ ৪৬.১৫%	৩ ২৩.০৮%	০	০	০	৩ ২৩.০৮%	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ৫০%	১ ৫০%	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	২ ৬৬.৬৭%	০	০	০	০	১ ৩৩.৩৩%	৩ ১০০%
	মোট	১ ৫.৫৬%	৯ ৫০%	৪ ২২.২২%	০	০	০	৪ ২২.২২%	১৮ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ১.৭৯%	১৫ ২৬.৭৯%	২৩ ৪১.০৭%	৭ ১২.৫%	৪ ৭.১৪%	৩ ৫.৩৬%	৩ ৫.৩৬%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	৩ ৭৫%	১ ২৫%	০	০	০	০	৪ ১০০%

	অন্যান্য	০	৩ ২৩.০৮	৩ ২৩.০৮	৩ ২৩.০৮	০	১ ৭.৬৯	৩ ২৩.০৮	১৩ ১০০%
সর্বমোট		১ ১.৩৭%	২১ ২৮.৭৭%	২৭ ৩৬.৯৯%	১০ ১৩.৭০%	৪ ৫.৪৮%	৪ ৫.৪৮%	৬ ৮.২২%	৭৩ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম বছরে কোটি টাকার অধিক আয় করেন। তার বার্ষিক আয় ১ কোটি ২৯ লক্ষ ৬৮ হাজার ৭৩৫ টাকা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫.৯৩% (১৪ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ৩ জন (৫.৫৬%)।
- ঢাকা উত্তরে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২১.৪৩% (৯ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ২ জন (৪.৭৬%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনেরই (১০০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১০ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৩০% (৩ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ১ জন (১০%)। উল্লেখ্য, আয় উল্লেখ না করা ২ জনকে ২ লক্ষ টাকা ছকে ধরে হিসেব করা হয়েছে।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭৭.৭৮% (১৪ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী সংরক্ষিত ১৩ জনের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ১০ জনের (৭২.৯২%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ১ জনের (৫০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে সকলেরই (১০০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো।

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৩৩.৯৩% (১৯ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ৫.৩৬% (৩ জন)-এর আয় কোটি টাকার বেশি।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের মধ্যে ৭৫% (৩ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটি টাকার বেশি আয়কারী কেউ নেই।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ৪৬.১৫% (৬ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ৭.৬৯% (১ জন)-এর আয় কোটি টাকার বেশি।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে স্বল্প আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং অধিক আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৩৮.৩৬% (২৮ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ৪ জন (৫.৪৮%)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ৬৫.৬৭%-এর বার্ষিক আয় ছিল ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। কোটি টাকার অধিক আয় করেন এমন প্রার্থী ছিলেন ৭ জন (২.১১%)। নির্ধারিত ছকে আয় উল্লেখ না করা ৩৪ জনকে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয়কারী হিসেবে ধরা হয়েছে।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয়কারীর হার ছিল ৪৭.৯১% এবং কোটি টাকার অধিক আয়কারী ছিলেন ৪.১৬%।
- এই নির্বাচনে স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় যেমন হ্রাস পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ৬৫.৬৭%; নির্বাচিত- ৩৮.৩৫%) তেমনি কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ২.১১%; নির্বাচিত- ৫.৪৮%)।
- ২০১৫ সালের সাথে তুলনা করলেও একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫ সালে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয়কারীর হার ছিল ৪৭.৯২%; ২০২০-এ নির্বাচিত হয়েছে ৩৮.৩৫%। ২০১৫ সালে কোটি টাকার অধিক আয়কারী ছিলেন ৪.১৬%; ২০২০ সালে নির্বাচিত হয়েছে ৫.৪৮%।

- বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় দিনে দিনে স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন হ্রাস পাচ্ছে, অধিক আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	১৯ ৩৩.৯৩%	২৭ ৪৮.২১%	৪ ৭.১৪%	১ ১.৮৯%	১ ১.৮৯%	৪ ৭.১৪%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ১৪.২৯%	৬ ৮৫.৭১%	০	০	০	০	৭ ১০০%
	অন্যান্য	০	৭ ৫৮.৩৩%	৫ ৪১.৬৭%	০	০	০	০	১২ ১০০%
	মোট	০	২৭ ৩৬%	৩৮ ৫০.৬৭%	৪ ৫.৩৩%	১ ১.৩৩%	১ ১.৩৩%	৪ ৫.৩৩%	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২ ১০.৫৩%	৮ ৪২.১১%	৪ ২১.০৫%	০	০	০	৫ ২৬.৩২%	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	২ ৫০%	০	০	০	২ ৫০%	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ৫০%	১ ৫০%	০	০	০	০	২ ১০০%
	মোট	২ ৮%	৯ ৩৬%	৭ ২৮%	০	০	০	৭ ২৮%	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২ ২.৬৩%	২৭ ৩৫.৫৩%	৩১ ৪০.৭৯%	৪ ৫.২%	১ ১.৩২%	২ ২.৬৩%	৯ ১১.৮৪%	৭৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ৯.০৯%	৮ ৭২.৭৩%	০	০	০	২ ১৮.১৮%	১১ ১০০%
	অন্যান্য	০	৮ ৫৭.১৪%	৬ ৪২.৮৬%	০	০	০	০	১৪ ১০০%
সর্বমোট		২ ১.৯৮%	৩৬ ৩৫.৬৪%	৪৫ ৪৪.৫৫%	৪ ৩.৯৬%	১ ০.৯৯%	২ ১.৯৮%	১১ ১০.৮৯%	১০১ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপসের বার্ষিক আয় ৯ কোটি ৮১ লক্ষ ৩৮ হাজার ৪৬ টাকা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪১.৩৩% (৩১ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ১ জন (১.৩৩%)।
- ঢাকা দক্ষিণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৫৬ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪১.০৭% (২৩ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ১ জন (১.৭৯%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ১ জন (১৪.২৯%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১২ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫৮.৩৩% (৭ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭২% (১৮ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী সংরক্ষিত ১৯ জনের মধ্য থেকে নির্বাচিত ১৫ জনের (৭৮.৯৫%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে ২ জনের (৫০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ২ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জনের ৫০%) আয় বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ৫০% (৩৮ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম এবং ২.৬৩% (২ জন)-এর আয় কোটি টাকার বেশি।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ২৭.২৭% (৩ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটি টাকার বেশি আয়কারী কেউ নেই।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ৫৭.১৪% (৮ জন)-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকার কম। কোটি টাকার বেশি আয়কারী কেউ নেই।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে স্বল্প ও অধিক আয়ের দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৪৮.৫১% (৪৯ জন) বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন। বছরে কোটি টাকার উপরে আয় করেন ২ জন (১.৯৮%)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ৬৮.৮৪%-এর বার্ষিক আয় ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। কোটি টাকার অধিক আয় করেন ৩ জন (০.৭৩%)।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয়কারীর হার ছিল ৫৬.৫৮% এবং কোটি টাকার অধিক আয়কারী ছিলেন ৩.৯৪%।
- এই নির্বাচনে স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় যেমন হ্রাস পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ৬৯.৬৮%; নির্বাচিত- ৪৮.৫১%) তেমনি কোটি টাকার অধিক আয়কারী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ০.৭৩%; নির্বাচিত- ১.৯%)।
- ২০১৫ সালে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয়কারীর হার ছিল ৫৬.৫৮%; ২০২০-এ নির্বাচিত হয়েছে ৪৮.১৫%। ২০১৫ সালে কোটি টাকার অধিক আয়কারী ছিলেন ৩.৯৪%; ২০২০ সালে নির্বাচিত হয়েছে ১.৯%।
- বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় দিনে দিনে স্বল্প আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন হ্রাস পাচ্ছে। অধিক আয়ের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় বৃদ্ধি পেলেও অতীতের তুলনায় কিছুটা হ্রাস পেয়েছে।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

৫.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%

	লীগ								
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৬ ১৪.২৯%	১১ ২৬.১৯%	৭ ১৬.৬৭%	৬ ১৪.২৯%	১২ ২৮.৫৭%	০	০	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	২ ১০০%	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	১ ১০%	৩ ৩০%	২ ২০%	১ ১০%	২ ২০%	১ ১০%	০	১০ ১০০%
	মোট	**৭ ১২.৯৬%**	**১৬ ২৯.৬৩%**	**৯ ১৬.৬৭%**	**৭ ১২.৯৬%**	**১৪ ২৫.৯৩%**	**১ ১.৮৫%**	**০**	**৫৪ ১০০%**
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ৭.৬৯%	৯ ৬৯.২৩%	২ ১৫.৩৮%	০	০	০	১ ৭.৬৯%	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	২ ১০০%)	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	২ ৬৬.৬৭%	১ ৩৩.৩৩%	০	০	০	০	৩ ১০০%
	মোট	**১ ৫.৫৬%**	**১৩ ৭২.২২%**	**৩ ১৬.৬৭%**	**০**	**০**	**০**	**১ ৫.৫৬%**	**১৮ ১০০%**
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	**৭ ১২.৫%**	**২০ ৩৫.৭১%**	**৯ ১৬.০৭%**	**৬ ১০.৭১%**	**১২ ২১.৪৩%**	**১ ১.৭৯%**	**১ ১.৭৯%**	**৫৬ ১০০%**
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	**০**	**৪ ১০০%**	**০**	**০**	**০**	**০**	**০**	**৪ ১০০%**
	অন্যান্য	**১ ৭.৬৯%**	**৫ ৩৮.৪৬%**	**৩ ২৩.০৮%**	**১ ৭.৬৯%**	**২ ১৫.৩৮%**	**১ ৭.৬৯%**	**০**	**১৩ ১০০%**
সর্বমোট		**৮ ১০.৯৬%**	**২৯ ৩৯.৭৩%**	**১২ ১৬.৪৪%**	**৭ ৯.৫৯%**	**১৪ ১৯.১৮%**	**২ ২.৭৪%**	**১ ১.৩৭%**	**৭৩ ১০০%**

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের মোট সম্পদের পরিমাণ (নির্ভরশীলসহ) ১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ ০৬ হাজার ৩৫৫.৮০ টাকা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪২.৫৯% (২৩ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ২৭.৭৮% (১৫ জন)।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪০.৪৮% (১৭ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১২ জন (২৮.৫৭%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনই (১০০%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১০ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৪০% (৪ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৩ জন (৩০%)।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮৩.৩৩% (১৫ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী সংরক্ষিত ১৩ জনের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ১১ জন (৮৪.৬২%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।

- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ২ জনই (১০০%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২ জন (৬৬.৬৭%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৫০% (২৮ জন)-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ২৩.২১% (১৩ জন)-এর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের সকলেরই (১০০%) সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ৪৬.১৫% (৬ জন)-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ২৩.০৭% (৩ জন)-এর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে স্বল্প সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং অধিক সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫২.০৫% (৩৮ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে ১৬ জনের (২১.৯২%)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ৭০.৬৯%-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম (সম্পদের কলাম পূরণ না করা ১৬ জনসহ)। সকল প্রার্থীর মধ্যে কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে মোট ২১.৯২% এর।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার বা তার কম সম্পদের মালিকদের হার ছিল ৬৪.৫৮% এবং কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ছিলেন ১৬.৬৭%।
- এই নির্বাচনে স্বল্প সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় যেমন হ্রাস পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ৭৯.৮৫%; নির্বাচিত- ৫২.০৬%) তেমনি কোটি টাকার অধিক সম্পদের অধিকারী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ১০.৫৭%; - নির্বাচিত ২১.৯২%)।
- ২০১৫ সালের সাথে তুলনা করলেও একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫ সালে ২৫ লক্ষ টাকা বা তার কম সম্পদের মালিকদের হার ছিল ৬৪.৫৮%; ২০২০-এ নির্বাচিত হয়েছে ৫০%। ২০১৫ সালে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ছিলেন ১৬.৬৭%; ২০২০ সালে নির্বাচিত হয়েছে ২১.৯২%।
- বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় দিনে দিনে স্বল্প সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন হ্রাস পাচ্ছে, অধিক সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৫.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	১ ১০০%	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭ ১২.৫%	১৯ ৩৩.৯৩%	৯ ১৬.০৭%	৫ ৮.৯৩%	১০ ১৭.৮৬%	৩ ৫.৩৬%	৩ ৫.৩৬%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ ১৪.২৯%	১ ১৪.২৯%	২ ২৮.৫৭%	০	২ ২৮.৫৭%	১ ১৪.২৯%	০	৭ ১০০%
	অন্যান্য	৩ ২৫%	৫ ৪১.৬৭%	২ ১৬.৬৭%	১ ৮.৩৩%	০	১ ৮.৩৩%	০	১২ ১০০%

	মোট	১১ ১৪.৬৭%	২৫ ৩৩.৩৩%	১৩ ১৭.৩৩%	৬ ৮%	১২ ১৬%	৫ ৬.৬৭%	৩ ৪%	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	৭ ৩৬.৮৪%	৭ ৩৬.৮৪%	০	১ ৫.২৬%	১ ৫.২৬%	০	৩ ১৫.৭৯%	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	২ ৫০%	১ ২৫%	০	০	০	১ ২৫%	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ৫০%	১ ৫০%	০	০	০	০	২ ১০০%
	মোট	৭ ২৮%	১০ ৪০%	২ ৮%	১ ৪%	১ ৪%	০	৪ ১৬%	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১৪ ১৮.৪২%	২৬ ৩৪.২১%	৯ ১১.৮৪%	৬ ৭.৮৯%	১১ ১৪.৪৭%	৪ ৫.২৬%	৬ ৭.৮৯%	৭৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	১ ৯.০৯%	৩ ২৭.২৭%	৩ ২৭.২৭%	০	২ ১৮.১৮%	১ ৯.০৯%	১ ৯.০৯%	১১ ১০০%
	অন্যান্য	৩ ২১.৪৩%	৬ ৪২.৮৬%	৩ ২১.৪৩%	১ ৭.১৪%	০	১ ৭.১৪%	০	১৪ ১০০%
সর্বমোট		১৮ ১৭.৮২%	৩৫ ৩৪.৬৫%	১৫ ১৪.৮৫%	৭ ৬.৯৩%	১৩ ১২.৮৭%	৬ ৫.৯৪%	৭ ৬.৯৩%	১০১ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র শেখ ফজলে নূর তাপসের ১৪৪ কোটি ১১ লক্ষ ৮৬ হাজার ৪৬৮ টাকার সম্পদ রয়েছে।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫২% (৩৯ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ২২.৬৭% (১৭ জন)।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৫৬ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫১.৭৯% (২৯ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১৩ জন (২৩.২১%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ২৮.৫৭% (২ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ৩ জন (৪২.৮৬%)
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৬৬.৬৭% (৮ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১ জন (৮.৩৩%)।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮৪% (২১ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১ জন (৪%)।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী সংরক্ষিত ১৯ জনের মধ্যে থেকে নির্বাচিত ১৭ জন (৮৯.৪৭%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ১ জন (৫.২৬%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের মধ্যে ৩ জনই (৭৫%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ২ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ১ জন (৫০%) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ৬০.৫৩% (৪৬ জন)-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ১৯.৭৪% (১৫ জন)-এর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ৪৫.৪৫% (৫ জন)-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ২৭.২৭% (৩ জন)-এর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ৬৪.২৯% (৯ জন)-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম এবং ৭.১৪% (১ জন)-এর সম্পদ কোটি টাকার বেশি।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে স্বল্প সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এবং অধিক সম্পদের দিক থেকে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৫৯.৪১% (৬০ জন) ২৫ লক্ষ টাকার কম সম্পদের মালিক। কোটি টাকার অধিক সম্পদ রয়েছে ১৯ জনের (১৮.৮২%)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ৭২.৭১%-এর সম্পদ ২৫ লক্ষ টাকার কম (সম্পদের কলাম পূরণ না করা ১৬ জনসহ)। সকল প্রার্থীর মধ্যে কোটিপতি ছিলেন মোট ১১.৩৫%।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ২৫ লক্ষ টাকার বা তার কম সম্পদের মালিকদের হার ছিল ৬৭.১১% এবং কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ছিলেন ১০.৫৩%।
- এই নির্বাচনে স্বল্প সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় যেমন হ্রাস পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ৭২.৭১%; নির্বাচিত- ৫৯.৪০%) তেমনি কোটি টাকার অধিক সম্পদশালী প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হার কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে (প্রতিদ্বন্দ্বিতা- ১১.৩৫%; নির্বাচিত- ১৮.৮১%)।
- ২০১৫ সালের সাথে তুলনা করলেও একই ধরনের চিত্র পরিলক্ষিত হয়। ২০১৫ সালে ২৫ লক্ষ টাকা বা তার কম সম্পদের মালিকদের হার ছিল ৬৭.১১%; ২০২০-এ নির্বাচিত হয়েছে ৫৯.৪০%। ২০১৫ সালে কোটি টাকার অধিক সম্পদের মালিক ছিলেন ১০.৫২%; ২০২০ সালে নির্বাচিত হয়েছে ১৮.৮১%।
- বিশ্লেষণ থেকে এ কথা বলা যায় দিনে দিনে স্বল্প সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার যেমন হ্রাস পাচ্ছে, অধিক সম্পদের অধিকারী প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার তেমনি বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

৬.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ২.৩৮%	০	০	০	২ ৪.৭৬%	০	৩ ৭.১৪%	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ১০%	০	০	২ ২০%	০	৩ ৩০%	১০ ১০০%
	মোট	১ ১.৮৫%	১ ১.৮৫%	০	০	৪ ৭.৪১%	০	৬ ১১.১১%	৫৪ ১০০%

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	০	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	৩ ১০০%
	মোট	০	০	০	০	০	০	০	১৮ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ১.৭৯%	০	০	০	২ ৩.৫৭%	১ ১.৭৯%	৪ ৭.১৪%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	১ ৭.৬৯%	০	০	২ ১৫.৩৮%	০	৩ ২৩.০৮%	১৩ ১০০%
সর্বমোট		১ ১.৩৭%	১ ১.৩৭%	০	০	৪ ৫.৪৮%	১ ১.৩৭%	৭ ৯.৫৯	৭৩ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলামের মোট দায়-দেনা ও ঋণের পরিমান ৫৯১ কোটি ৬ লক্ষ ৬২ হাজার টাকা।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৬ জন (১১.১১%) ঋণ গ্রহীত। এই ৬ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ৪ জন (৬৬.৬৭%)।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৩ জন (৭.১৪%) ঋণ গ্রহীতা। এই ৩ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ২ জন (৬৬.৬৭%)।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের কোনো ঋণ নেই।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৩ জন (৩০%) ঋণ গ্রহীতা। এই ৩ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ২ জন (৬৬.৬৭%)।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৭.১৪% (৪ জন) ঋণ গ্রহীতা। এই ৪ জনের মধ্যে ৩ জনের (৭৫%) ঋণ কোটি টাকার অধিক।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের কারোই ঋণ নেই।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের মধ্যে ২৩.০৭% (৩ জন) ঋণ গ্রহীতা। এই ৩ জনের মধ্যে ২ জনের (৬৬.৬৭%) ঋণ কোটি টাকার অধিক।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে ঋণ গ্রহণে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী করোই ঋণ নেই।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৯.৫৯%) ঋণ গ্রহীতা। এই ৭ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণকারী ৫ জন (৭১.৪৩%)।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে ঋণ ছিল ৮.৪৬% এর।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ছিল মাত্র ১০.৪১%।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে ৮.৪৬% ঋণগ্রহীতা থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার ৯.৫৯%।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১০.৪১% থাকলেও ২০২০-এ নির্বাচিতদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার ৯.৫৯%।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার বেশি হলেও অতীতের তুলনায় কম।

৬.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	মোট ঋণ গ্রহীতা	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	২ ৩.৫৭%	১ ১.৭৯%	১ ১.৭৯%	০	০	৪ ৭.১৪%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ১৪.২৯%	০	০	০	০	১ ১৪.২৯%	৭ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	১২ ১০০%
	মোট	০	৩ ৪%	১ ১.৩৩%	১ ১.৩৩%	০	০	৫ ৬.৬৭%	৭৫ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	০	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	মোট	০	০	০	০	০	০	০	২৫ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	২ ২.৬৩%	১ ১.৩২%	১ ১.৩২%	০	০	৪ ৫.২৬%	৭৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ৯.০৯%	০	০	০	০	১ ৯.০৯%	১১ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	১৪ ১০০%

সর্বমোট	০	৩ ২.৯৭%	১ ০.৯৯%	১ ০.৯৯%	০	০	৫ ৪.৯৫%	১০১ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার ফজলে নূর তাপসের কোনো ঋণ নেই।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৫ জন (৬.৬৭%) ঋণ গ্রহীত।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৫৬ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে মাত্র ৪ জন (৭.১৪%) ঋণ ।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে মাত্র ১ জন (১৪.২৯%) ঋণ গ্রহীতা।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১০ জন সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে কারো কোনো ঋণ নেই।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ৫.২৬% (৪ জন) ঋণ গ্রহীতা। এই ৪ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ কেউ গ্রহণ করেননি।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ জনের মধ্যে ১ জন (৯.০৯%) ঋণ গ্রহীতা।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে কেউই ঋণ গ্রহীতা নন।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে ঋণ গ্রহণে সংখ্যাগত দিক থেকে পিছিয়ে থাকলেও শতকরা হারে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে মাত্র ৫ জন (৪.৯৫%) ঋণ গ্রহীতা। এই ৫ জনের মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ কারো নেই।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে ঋণ ছিল ৩.৯১% এর।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা ছিল মাত্র ১৩.১৫%।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারীদের মধ্যে ৩.৯১% ঋণগ্রহীতা থাকলেও নির্বাচিতদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার ৪.৯৫%।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতা মাত্র ১৩.১৫% থাকলেও ২০২০-এ নির্বাচিতদের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার ৪.৯৫%।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার বেশি হলেও অতীতের তুলনায় কম।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

৭.১ ঢাকা উত্তর

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%	১ ১০০%
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	১ ২.৩৮	০	২ ৪.৭৬	০	০	৩ ৭.১৪%	৪২ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%

	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০	১০ ১০০%
	মোট	০	০	১ ১.৮৫%	০	২ ৩.৭০%	০	০	৩ ৫.৫৬%	৫৪ ১০০%
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	১ ৭.৬৯%	০	০	০	০	১ ৭.৬৯%	১৩ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	০	২ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০	৩ ১০০%
	মোট	০	০	১ ৫.৫৬%	০	০	০	০	১ ৫.৫৬%	১৮ ১০০%
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	২ ৩.৫৭%	০	২ ৩.৫৭%	০	১ ১.৭৯%	৫ ৮.৯৩%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	০	০	০	০	০	০	১৩ ১০০%
সর্বমোট		০	০	২ ২.৭৪%	০	২ ২.৭৪%	০	১ ১.৩৭%	৫ ৬.৮৫%	৭৩ ১০০%

মেয়র:

- ঢাকা উত্তরের নবনির্বাচিত মেয়র মোঃ আতিকুল ইসলাম সর্বশেষ অর্থবছরে মোট ৩৮ লক্ষ ৯৩ হাজার ২৪৪ টাকা কর প্রদান করেন।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ৫৪ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫.৫৫% (৩ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৪২ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭.১৪% (৩ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনেরই কর প্রদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১০ জনের কর প্রদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা উত্তরের ১৮ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫.৫৬% (১ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৩ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৭.৬৯% (১ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ২ জনের কর প্রদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ৩ জনের কর প্রদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা উত্তরে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ৭৩ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৫৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ৪ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৩ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৫৬ জনের মধ্যে ৮.৯৩% (৫ জন) কর দাতা। এই ৫ জনের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী ১ জন (২০%)।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ৪ জনের কারোই কর সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৩ জনের কারোই কর সংক্রান্ত তথ্য পাওয়া যায়নি।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে কর প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে।

- **সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:**
- ঢাকা উত্তরের ৭৩ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ৬.৮৫% (৫ জন) কর প্রদানকারী।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ৪.৮৩% কর প্রদানকারী ছিলেন।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ৭৫% ছিলেন কর প্রদানকারী।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কর প্রদানকারীর হার বেশি। তবে এই হার অতীতের তুলনায় অনেক কম।
- উল্লেখ্য, পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে কর সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে উল্লেখিত তথ্যসমূহের সঠিকতা দাবি করা যৌক্তিক নয়।

৭.২ ঢাকা দক্ষিণ

পদ	রাজনৈতিক দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট কর প্রদানকারী	মোট
মেয়র	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	০	০	০	০	০	০	১ ১০০%	১ ১০০%	**১ ১০০%**
সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ১.৭৯%	৩ ৫.৩৬%	৫ ৮.৯৩%	০	৩ ৫.৩৬%	০	২ ৩.৫৭%	১৪ ২৫%	৫৬ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ১৪.২৯	০	০	০	০	০	১ ১৪.২৯	৭ ১০০%
	অন্যান্য	১ ৮.৩৩%	০	১ ৮.৩৩%	০	১ ৮.৩৩%	০	০	৩ ২৫%	১২ ১০০%
	মোট	২ ২.৬৭%	৪ ৫.৩৩%	৬ ৮%	০	৪ ৫.৩৩%	০	২ ২.৬৬%	১৮ ২৪%	**৭৫ ১০০%**
সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	১ ৫.২৬%	০	০	০	০	০	০	১ ৫.২৬%	১৯ ১০০%
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	০	০	০	০	০	০	০	৪ ১০০%
	অন্যান্য	০	০	১ ৫০%	০	০	০	০	১ ৫০%	২ ১০০%
	মোট	১ ৪%	০	১ ৪%	০	০	০	০	২ ৮%	**২৫ ১০০%**
সকল জনপ্রতিনিধি	বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	২ ২.৬৩%	৩ ৩.৯৫%	৫ ৬.৫৮%	০	৩ ৩.৯৫%	০	৩ ৩.৯৫%	১৬ ২১.০৫%	**৭৬ ১০০%**
	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল	০	১ ৯.০৯%	০	০	০	০	০	১ ৯.০৯%	**১১ ১০০%**
	অন্যান্য	১ ৭.১৪%	০	২ ১৪.২৮%	০	১ ৭.১৪%	০	০	৪ ২৮.৫৭ %	**১৪ ১০০%**
সর্বমোট		**৩ ২.৯৭%**	**৪ ৩.৯৬%**	**৭ ৬.৯৩%**	**০**	**৪ ৩.৯৬%**	**০**	**৩ ২.৯৭%**	**২১ ২০.৭৯ %**	**১০১ ১০০%**

মেয়র:

- ঢাকা দক্ষিণের নবনির্বাচিত মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলে নূর তাপস সর্বশেষ অর্থবছরে ৩ কোটি ৭৭ লক্ষ ১ হাজার ৮৩৮ টাকা কর প্রদান করেন।

সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ৭৫ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৪% (১৮ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ৫৬ জন বিজয়ী সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ২৫% (১৪ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ১৪.২৯% (১ জন) কর প্রদানকারী।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ১২ জনের মধ্যে ২৫% (৩ জন) কর প্রদানকারী।

সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর:

- ঢাকা দক্ষিণের ২৫ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৮% (২ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত ১৯ জন বিজয়ী সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলরের মধ্যে ৫.২৬% (১ জন) কর প্রদানকারী।
- বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে নির্বাচিত ৪ জনের কর প্রদানের কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।
- অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত ২ জনের মধ্যে ৫০% (১ জন) কর প্রদানকারী।

দলভিত্তিক সকল জনপ্রতিনিধি: ঢাকা দক্ষিণে ৩টি পদে নির্বাচিত (মেয়র, সাধারণ ওয়ার্ড কাউন্সিলর ও সংরক্ষিত ওয়ার্ড কাউন্সিলর) ১০১ জন জনপ্রতিনিধির মধ্যে ৭৬ জন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, ১১ জন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল এবং ১৪ জন অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে নির্বাচিত হয়েছে। নীচে দলভিত্তিক বিশ্লেষণ তুলে ধরা হলো:

- **বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ:** বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে বিজয়ী ৭৬ জনের মধ্যে ২১.০৫% (১৬ জন) কর দাতা। এই ১৬ জনের মধ্যে ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদানকারী ৩ জন (১৮.৭৫%)।
- **বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল:** বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল থেকে বিজয়ী ১১ মধ্যে ৯.০৯% (১ জন) কর দাতা।
- **অন্যান্য:** অন্যান্য দল ও নির্দলীয়ভাবে বিজয়ী ১৪ জনের মধ্যে ২৮.৫৭% (৪ জন) কর দাতা।
- **বিশ্লেষণে দেখা যায় যে,** দলগতভাবে কর দানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ এগিয়ে আছে।

সকল জনপ্রতিনিধির তুলনামূলক বিশ্লেষণ:

- ঢাকা দক্ষিণের ১০১ জন বিজয়ী জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে ২০.৭৯% (২১ জন) কর প্রদানকারী।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী সকল প্রার্থীর মধ্যে ১৪.৬৬% কর প্রদানকারী ছিলেন।
- ২০১৫ সালে বিজয়ীদের মধ্যে ৫০% ছিলেন কর প্রদানকারী।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কর প্রদানকারীর নির্বাচিত হওয়া হার বেশি। তবে এই হার অতীতের তুলনায় অনেক কম।
- উল্লেখ্য, পূর্বেই বলা হয়েছিল যে, এই নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনের ওয়েব সাইটে কর সংক্রান্ত তথ্য দেওয়া হয়নি। ফলে উল্লেখিত তথ্যসমূহের সঠিকতা দাবি করা যৌক্তিক নয়।

সুজন পরিচালিত কার্যক্রম

সুজন প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। অবাধ, নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পাশাপাশি স্বচ্ছ নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনই এই কার্যক্রমের মূল উদ্দেশ্য। বিভিন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণত সংবাদ সম্মেলন, জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠান, ভোটারদের মাঝে প্রার্থীদের তথ্যচিত্র বিতরণ, সাংস্কৃতিক প্রচারণা, মানববন্ধন ও শান্তি পদযাত্রা, সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়ে থাকে।

ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনকে সামনে রেখে সীমিত আকারে কিছু কার্যক্রম পরিচালনা করা হয় সুজন-এর পক্ষ থেকে; যা নিম্নরূপ:

- **সংবাদ সম্মেলন:** সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বানে গত ২৫ জানুয়ারি ২০২০, সকাল ১১টায়, জাতীয় প্রেস ক্লাব, ঢাকায়, এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।
- **মানববন্ধন:** সুষ্ঠু, শান্তিপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য নির্বাচন অনুষ্ঠানের আহ্বান এবং সৎ, যোগ্য ও জনকল্যাণে নিবেদিত প্রার্থী নির্বাচনের আহ্বানে-২৯ জানুয়ারি ২০২০; জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে এক মানববন্ধন রচনা করা হয়।
- **মেয়র প্রার্থীদের তথ্যচিত্র বিতরণ:** ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৯ জানুয়ারি ২০২০-এ দুই সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থীদের হলফনামার তথ্যের ভিত্তিতে পৃথক পৃথকভাবে প্রস্তুতকৃত তথ্যচিত্র বিতরণ করা হয়।
- **সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইন:** সোশাল মিডিয়া ক্যাম্পেইনে সুজন-এর ফেসবুক পেইজে মেয়র প্রার্থীদের স্বাক্ষাতকার, তাদের ইনফোগ্রাফ দেয়া, বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সরাসরি (লাইভ) আলোচনা, পোলিং, কুইজ, ভোটারদের ভোটদানে উৎসাহিত করার জন্য ডকুমেন্টারি আপলোড ইত্যাদি কার্যক্রম পরিচালিত হয়। এই ক্যাম্পেইনের সাথে সর্বমোট ৩ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫ শত ১৯ জন যুক্ত হয়েছিলেন।

নির্বাচন মূল্যায়ন

সুজন-এর পক্ষ থেকে অন্যান্য পর্যবেক্ষক সংস্থার মতো গতানুগতিকভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করা হয় না। নির্বাচন প্রক্রিয়ার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত নজর রাখা হয়। এছাড়াও বিভিন্ন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সংবাদ সম্মেলনসহ বিভিন্নভাবে নির্বাচনের পূর্বধারণা সম্পর্কে মতামত এবং সুষ্ঠু নির্বাচনে করণীয় সম্পর্কে মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরা হয়।

নির্বাচনের পূর্বে অনুষ্ঠিত সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশন, সরকার, রাজনৈতিক দল, নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, প্রার্থী ও সমর্থক, গণমাধ্যম, সচেতন নাগরিক এবং ভোটারদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সংশ্লিষ্ট সকলের করণীয় সম্পর্কে কিছু আহ্বান তুলে ধরা হয়েছিল। পাশাপাশি আচরণবিধি ভঙ্গের ব্যাপারে কঠোর হওয়াসহ ইভিএম নিয়ে কিছু বক্তব্য তুলে ধরা হয়েছিল। এখন আমরা বিভিন্ন আঙ্গিকে আমাদের পর্যবেক্ষণগুলো তুলে ধরছি।

প্রথমেই আমরা দেখে নিতে চাই নির্বাচনের পর নির্বাচন সম্পর্কে কার কি অভিমত।

নির্বাচন কমিশন

প্রধান নির্বাচন কমিশনার: নির্বাচনের পর সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে প্রধান নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) কে এম নূরুল হুদা বলেন, "ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ভোট ভালো হয়েছে। ভোটকেন্দ্র থেকে বের করে দেওয়ার ব্যাপারে কেউ কোনো অভিযোগ করেননি। ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার দায়িত্ব এজেন্টদের।" তিনি যে কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়েছিলেন, সেখানে আওয়ামী লীগ-বিএনপি দুই দলেরই এজেন্ট ছিল। একজনের ভোট আরেকজন দিতে পারেননি বলেও দাবি করেন সিইসি।

নির্বাচন কমিশনের সচিব: নির্বাচন কমিশন সচিব মো: আলমগীর বলেন, "ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে প্রত্যাশার চেয়ে অনেক কম ভোট পড়েছে এবং এই হারে তারা সন্তুষ্ট নন। ভোটারদের অনাগ্রহের পেছনে অনাস্থা রয়েছে কিনা, এই প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- অনাস্থার কারনে যদি ভোটকেন্দ্রে না যেতেন, তাহলে যারা সরকারি দলের তাদের অন্তত ভোটে অনাস্থা থাকার কথা না। তাদের সব ভোটার যদি ভোট দিতেন, তাহলে তো এত কম ভোট পড়ত না। আমি ভোট না দিলেও সমস্যা নেই, এমন একটা মনোভাব থেকেই হয়ত অনেকেই ভোট দিতে যায়নি (সূত্রঃ প্রথম আলো, ০৩/০২/২০২০)।"

নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার: নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় নির্বাচন কমিশন কার্যালয়ে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে নির্বাচন কমিশনার মাহবুব তালুকদার বলেন, "ইভিএম ব্যবহার করে এই নির্বাচনে সবচেয়ে বড় অর্জন হলো কোনো কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়েনি। নির্বাচনের আগের রাতে ব্যালট বাক্স ভর্তি করার সুযোগও ছিল না।" তিনি বলেন, 'রাতে ব্যালট পেপারে বাক্স ভর্তি ও কেন্দ্রে শতভাগ ভোট পড়ার অপবাদ থেকে আমরা মুক্ত।' তিনি বলেন, 'ঢাকা উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত ২৫ শতাংশের নিচে ভোট পড়েছে। তাতে কি ফলাফলে কিছু আসে যায়? নির্বাচন খুবই শান্তিপূর্ণ হয়েছে। বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ছাড়া কোনা মারামারি বা রক্তক্ষয় হয়নি। ভোটের মাঠে এক পক্ষ ব্যতীত অন্য পক্ষগুলোকে দেখা যায়নি। অন্য পক্ষগুলোর অনুপস্থিতির কারণ আমার অজ্ঞাত (প্রথম আলো, ১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।'

নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী রাজনৈতিক দল

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ: ইভিএমের মাধ্যমে ঢাকার দুই সিটিতে যে নির্বাচন হয়েছে, গত ১০০ বছরে এ রকম অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হয়নি বলে দাবি করা হয় আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে। নির্বাচনের দিন সন্ধ্যায় ধানমন্ডির আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে দলের পক্ষে এই দাবি জানান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ। অনেক কেন্দ্রে ধানের শীষের প্রতীক ছিল না, এই অভিযোগকে হাস্যকর বলে উল্লেখ করেন হানিফ। তিনি বলেন, এমন অভিযোগের সত্যতা কোথাও পাওয়া যায়নি। তবে নির্বাচনে ভোট কম পড়েছে স্বীকার করে হানিফ বলেন, টানা সরকারি ছুটি এবং গণপরিবহন বন্ধ থাকায় অনেক ভোটার ভোট দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেননি, এ কারণে প্রত্যাশার চেয়ে কম ভোট হয়েছে। তিনি বলেন, 'ভবিষ্যতে নির্বাচন কমিশন এ ব্যাপারে দৃষ্টি দেবে বলে আশা করি (*প্রথম আলো*, ০১ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।'

তোফায়েল আহমেদ: আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব তোফায়েল আহমেদ বলেন, "আগে জাল ভোট হত। ইভিএমে সেই সুযোগ ছিলনা (সূত্রঃ যুগান্তর, ০২/০২/২০২০)।"

ড. হাছান মাহমুদ: আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও তথ্যমন্ত্রী হাছান মাহমুদ বলেন, "পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ ৫৪ লাখ ভোটারের মহানগর ঢাকা। এই নির্বাচন অতীতের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে হয়েছে।" (সূত্রঃ যুগান্তর, ০২/০২/২০২০)

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল: ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করে রাজধানীতে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হরতাল কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল বিএনপি। দলের দুই মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল ও ইশরাক হোসেনও নির্বাচনের ফলাফল প্রত্যাখ্যান করেন। বিএনপি আয়োজিত এক কর্মসূচিতে অংশ নিয়ে দক্ষিণের প্রার্থী ইশরাক হোসেন অভিযোগ করেন, 'সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যে ফলাফল ঘোষণা করা হয়েছে, তা সম্পূর্ণ মনগড়া ও সাজানো। এ ফলাফলের মাধ্যমে জনগণের মতামতের প্রতিফলন ঘটেনি। আমরা এ ফলাফল প্রত্যাখ্যান করছি।' নির্বাচনের ফলাফলে যে পরিমাণ ভোট কাস্ট দেখানো হয়েছে, তার চেয়ে অনেক কম ভোট কাস্ট হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। উত্তর সিটির মেয়র প্রার্থী তাবিথ আউয়াল বলেন, 'ন্যূনতম সুষ্ঠু কোনো ভোট হয়নি। এ রকম নির্বাচন আমরা কখনোই প্রত্যাশা করেনি। আমরা এই ভোট চুরির নির্বাচন প্রত্যাখ্যান করছি।'

নির্বাচনের দিন বিকালে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে ঢাকার সিটি নির্বাচন এতটুকু সুষ্ঠু হয়নি দাবি করে বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নানান অভিযোগ তুলেছেন।প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া বক্তব্যকেও নির্বাচনে হস্তক্ষেপের শামিল বলে দাবি করেন তিনি। সিটি নির্বাচনে নানান অনিয়ম তুলে ধরেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, প্রিসাইডিং কর্মকর্তার ১ শতাংশ ভোট দেওয়ার ক্ষমতা থাকলেও এর চেয়ে বেশি ভোট তাঁরা দিয়েছেন। বিএনপির এজেন্টদের ঢুকতে দেওয়া হয়নি এবং ঢুকতে পারলেও মারধর করে বের করে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করে বলেন, এসব ক্ষেত্রে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নীরব ছিল (*প্রথম আলো*, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি এক বিবৃতিতে উল্লেখ করে "ঢাকা সিটিতে জনগণের অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন ও সরকার। ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক দল জনগণের মধ্যে নানাভাবে ভয়-ভীতির সঞ্চার করায় অধিকাংশ মানুষ ভোটকেন্দ্রে এসে ভোট প্রদান করতে পারেনি। ভোটের নামে আর একবার নতুন ধরনের প্রহসন হতে দেখল ঢাকাবাসী।" বিবৃতিতে আরও বলা হয়, 'সরকারি দলের দখলদারি জনমনে ভয়ের পরিবেশ তৈরি করে, যাতে জনগণ কেন্দ্রে আসতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। ভোটকেন্দ্রর চারিদিকে অবাঞ্ছিত ব্যক্তিবর্গ ও সরকারদলীয় লোকজনের উপস্থিতিও মানুষকে ভোটবিমুখ করে তোলে।" (*প্রথম আলো*, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ: ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, "নির্বাচনের নামে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশনে প্রহসন হয়েছে। এ ধরনের প্রহসনের কোনো মানে হয় না।" জালিয়াতি, প্রহসন ও ডিজিটাল কারচুপির ফলাফল বাতিল করে নতুন করে ঢাকার দুই সিটি নির্বাচনের দাবি করেছে দলটি। একই সঙ্গে নির্বাচন কমিশনকে সরকারের আজ্ঞাবহ ও ব্যর্থ উল্লেখ করে তাদের পদত্যাগ দাবি করেছে।

নির্বাচন বিশ্লেষক

ড. এম সাখাওয়াত হোসেন: সাবেক নির্বাচন কমিশনার ড. এম সাখাওয়াত হোসেন বলেন, "২০১৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সব দলের অংশগ্রহণ না করা, বিরোধী দলের সহিংসতা এবং বিনা প্রতিদ্বন্দিতায় প্রার্থীরা বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচন নিয়ে ভোটারদের অনীহার সূচনা ঘটে। এরপর ২০১৪ থেকে ২০১৮ পর্যন্ত স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও ভোট কারচুপির ব্যাপক ও দৃশ্যমান অভিযোগ এবং এসব অভিযোগের ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের নিষ্ক্রিয়তা ভোটারদের মধ্যে চূড়ান্ত হতাশা তৈরী করে। তিনি বলেন, এভাবে চলতে থাকলে একটি দেশ উদার গণতান্ত্রিক থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রের দিকে চলে যায়। সাম্প্রতিক এক জরিপের উল্লেখ করে তিনি বলেন, ওই জরিপ অনুযায়ী প্রায় ৮৫ শতাংশ মানুষ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেছে। তবে আওয়ামী লীগের ভোটাররাও কি ভোট দিতে যাননি? তারা আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছেন নাকি তারা ধরে নিয়েছেন, তাদের দল জয়ী হবে, এ কারণে ভোট দিতে হবেনা।" (সূত্র: প্রথম আলো, ০৩/০২/২০২০)

ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ সম্পর্কে তিনি বলেন, "নির্বাচনী ব্যবস্থার ওপর ভোটারদের আস্থা নেই। নির্বাচন কমিশন ও সরকার ভোটারদের উপর কোনভাবেই বিশ্বাস স্থাপন করতে পারছেনা। এই অবস্থা চলতে থাকলে গণতন্ত্র শেষ হয়ে যাবে।" (সূত্র: সমকাল, ০৩/০২/২০২০)

শুধু এই মন্তব্যই নয়, গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২০-এ প্রথম আলোতে প্রকাশিত এক নিবন্ধে ড. এম সাখাওয়াত হোসেন উল্লেখ করেন "এই নির্বাচনে ভোটকেন্দ্র দখল হয়েছে ভিন্ন ভিন্নভাবে ৩ স্তরে-মহল্লা পাহারা, ভোটকেন্দ্র পাহারা এবং বুথে প্রকাশ্য ভোট দেওয়াতে বাধ্য করা। এসবের প্রতিকার নির্বাচন কমিশন ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী করতে পারেনি। প্রকাশ্য ভোটকেন্দ্র পাহারা ও দখল-পাল্টা দখলের ঘোষণা দেওয়া আইনের পরিপন্থী এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ হওয়া সত্ত্বেও নির্বাচন কমিশন এসবের বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়নি। এমনকি মৌখিক সতর্ককরণও করা হয়নি। কেন্দ্রের বাইরে সরকারি দলের ব্যাপক উপস্থিতি সাধারণ ভোটারদের শঙ্কিত করেছে। এর বিরুদ্ধেও নির্বাচন কমিশন এবং কমিশন কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা ব্যবস্থা নেননি বা নিতে পারেননি।"

মো: শাহনেওয়াজ: সাবেক নির্বাচন কমিশনার মোঃ শাহনেওয়াজ বলেছেন, "নির্বাচনী প্রচারে বড় বড় দুই রাজনৈতিক দলের কেন্দ্র দখলে রাখার পাল্টাপাল্টি হুমকি ভোটারদের মধ্যে নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। বিএনপির মত একটা বড় রাজনৈতিক দল থেকে বারবার বলা হয়েছে, এই নির্বাচন সুষ্ঠু হবেনা। কারচুপির অভিযোগের আশঙ্কা করে তারা এ জন্য বর্তমান কমিশন ও প্রতিপক্ষ আওয়ামী লীগকে দায়ী করেছেন। তাদের এ ধরনের বক্তব্য সাধারণ ভোটারদের কেন্দ্রবিমুখ করেছে।" ইভিএম নিয়ে নানা নেতিবাচক প্রচারও এক্ষেত্রে ভূমিকা রেখেছে বলে মনে করেন তিনি। (সূত্র: সমকাল, ০২/০২/২০২০)।

অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ: বিশিষ্ট রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য অধ্যাপক এমাজউদ্দীন আহমদ বলেছেন, "ঢাকা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনেও জনগণের আশা আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটেনি। ভোটার কম উপস্থিতিতেই বোঝা যায় নির্বাচন কমিশনের প্রতি জনগণের আস্থা ফিরে আসেনি। তাছাড়া যেসব ভোটাররা ভোটকেন্দ্রে গেছেন তারাও পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেননি। এটা গণতন্ত্রের জন্য খুব খারাপ দৃষ্টান্ত।"

তিনি আরো বলেন, "বিএনপি'র সাংগঠনিক দূর্বলতা রয়েছে। এবং অনেক ভোটকেন্দ্রে তাদের কোন এজেন্ট ছিলনা। এখান থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের সংগঠনকে শক্তিশালী করে ভোটাধিকারের দাবি আদায়ে জনমত তৈরী করে আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে (সূত্রঃ সমকাল, ০৩/০২/২০২০)।"

এম হাফিজউদ্দিন খান: সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা ও সুজন-সভাপতি জনাব এম হাফিজউদ্দিন খান বলেন, ভোটের প্রতি আগ্রহ কমার কারণ মানুষ মনে করছেন, তার ভোট দেওয়া না দেওয়া সমান। তিনি মনে করেন, ৫০ শতাংশ ভোট না পড়লে নতুন করে ভোট করতে হবে, এমন বিধান রেখে আইন সংস্কার করা দরকার (সূত্রঃ প্রথম আলো, ০৩/০২/২০২০)।

ড. বদিউল আলম-এর পর্যবেক্ষণ: সুজন সম্পাদক ড. বদিউল আলম মজুমদার সাতটি কেন্দ্রে প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করেন। এর মধ্যে চারটি ছিল ঢাকা উত্তরের এবং তিনটি ছিল ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত।

নির্বাচন পর্যবেক্ষণ থেকে তার কিছু অভিনব অনুভূতি তুলে ধরেন। তাঁর মতে, নির্বাচনটি ছিল 'নেই' আর 'নেই'-এর নির্বাচন। এই নির্বাচনে ভোটার নেই, ভোটারদের আগ্রহ নেই, প্রধান বিরোধী দলের প্রার্থীদের এজেন্ট নেই, সহিংসতা নেই, নির্বাচনী কর্মকর্তাদের ওপর চাপ নেই, সর্বোপরি ভোটারদের আস্থা নেই ইত্যাদি।

দিনের শুরুতে তিনি স্বপরিবারে মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল ও কলেজ কেন্দ্রে ভোট দিতে যান। তারা নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারলেও ভোট কেন্দ্রের ভেতরে ভোটার না থাকলেও বেশ কিছু মানুষ, যাদের প্রায় সবাই তরুণ, ঘোরাঘুরি করছিল এবং তাদের সবার গলায়ই নৌকা, কিংবা সরকারি দল সমর্থিত এবং সরকারি দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত একজন স্থানীয় কাউন্সিলর প্রার্থীর ব্যাজ ছিল। বিএনপি এবং বিএনপি সমর্থিত কাউন্সিলর প্রার্থীর ব্যাজ পরা কোনো ব্যক্তির উপস্থিতি তার চোখে পড়েনি।

তাঁর মতে, এই নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতি শুধু নগণ্যই ছিল না, ভোটারের মধ্যে ভোট দেওয়ার আগ্রহও অনেক কম ছিল। তিনি যে সাতটি কেন্দ্রে গিয়েছিলেন তার একটিতেও ধানের শীষের কোনো এজেন্ট দেখেননি। ছয়টি কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসাররা বলেছেন যে, ধানের শীষের এজেন্ট আসেইনি। আরেকটি কেন্দ্রের প্রিসাইডিং অফিসারের ভাষ্য মতে ধানের শীষের এজেন্ট এসেছিল, কিন্তু তারা কোথায় তা তাঁর জানা নেই।

তিনি যে কেন্দ্রগুলোতে গিয়েছেন সেগুলোর বাইরে ক্ষমতাসীন দলের কর্মী-সমর্থকদের এক ধরনের জটলা, বস্তুত মহড়া দেখেছেন, যা অন্যদের ওপর এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতা ও মনস্তাত্বিক চাপ তৈরি করেছে। সাতটি কেন্দ্রে অনেকের সঙ্গে আলাপ করে তাদের মধ্যে ব্যাপক আস্থার অভাব তিনি অনুভব করেন – ইভিএমের ওপর আস্থার অভাব, সর্বোপরি নির্বাচন কমিশনের ওপর আস্থার অভাব। ইভিএম ও ইভিএমের দুর্বলতা নিয়ে ভোটারদের মধ্যে এক ধরনের অস্বস্তি আগে থেকেই ছিল। এর সঙ্গত কারণও রয়েছে। সাতটি কেন্দ্র পর্যবেক্ষণের সময় তার কাছে একাধিক ব্যক্তি বেশকিছু অভিযোগ করেছেন। কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীনদের নেতা-কর্মী বিশেষ প্রার্থীর পক্ষে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছে। একজন জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক তাকে জানান যে, সার্ভার কাজ না করার কারণে তিনি ভোট দিতে পারেননি। আরেকজন সাংবাদিক তাকে বলেন যে, গোপন কক্ষে আরেকজন তার ভোট দিয়ে দিয়েছেন। দিনের শেষের দিকে তার একজন আত্মীয় শেরে বাংলা গার্লস স্কুল কেন্দ্রে ভোট দিতে পারেননি। তাকে বলা হয়েছে যে, ভোট শেষ হয়ে গিয়েছে। এধরনের অভিযোগ আরও উঠেছে। ফলে নির্বাচন কমিশনের ওপর ভোটারদের মধ্যে আস্থার অভাব তো কাটেই নাই, বরং আরও প্রকট হয়েছে।

গণমাধ্যম

প্রথম আলো: ঢাকার দুই সিটিতে নিয়ন্ত্রিত ভোটের নতুন রূপ দেখা গেছে বলে মনে করে প্রথম আলো। পত্রিকাটির ভাষ্যমতে, ভোটকক্ষ, কেন্দ্রের ভেতরে এবং কেন্দ্রের আশপাশের এলাকায় নৌকার ব্যাজধারীদের একতরফা নিয়ন্ত্রণ ছিল। ফলে গোপন ভোট আর গোপন থাকেনি। বরং গোপন ভোটকক্ষে ছিল অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের তৎপরতা (*প্রথম আলো*, ০২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)। প্রথম আলো জানায়, বেশির ভাগ কেন্দ্রে বিএনপিসহ অন্য দলের মেয়র বা কাউন্সিলর প্রার্থীর এজেন্ট পাওয়া যায়নি। প্রিসাইডিং কর্মকর্তারা জানিয়েছেন, বিএনপির মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীর এজেন্ট আসেননি। কোথাও কোথাও এজেন্টকে বের করে দেওয়ার অভিযোগ পাওয়া যায়। তবে কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া ভোটে বড় কোনো সংঘাতের ঘটনা ঘটেনি। ভোটার উপস্থিতি খুবই কম থাকায় কোথাও লম্বা সারি দেখা যায়নি। উল্লেখ্য, প্রথম আলোর ৬৬ জন সাংবাদিক ও আলোকচিত্রী দিনভর ভোটকেন্দ্রে ঘুরেছেন। তাঁরা ৪২৭টি কেন্দ্রের মধ্যে সকালে ১২৫টি কেন্দ্রের কিছু কিছু কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্ট দেখতে পেলেও বেলা একটার পর তাঁদের আর পাননি।

বিবিসি বাংলা: প্রতিবারের মতো এবারও ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন তথা ভোটকেন্দ্র পর্যবেক্ষণ করে বিবিসির কয়েকজন সাংবাদিক। বিবিসির মতে, এবারের নির্বাচনে আলোচনার কেন্দ্রেই রয়েছে ভোটারদের উপস্থিতি কম থাকার বিষয়টি। অনেক কেন্দ্রেই দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থেকেও ভোটার দেখা গেছে অল্প কয়েকজন। চোখে পড়েনি ভোটারদের লাইন।

বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা কাদির কল্লোল সকাল থেকেই ঢাকার ধানমন্ডি, জিগাতলা, মোহাম্মদপুর, লালবাগ এবং তেজগাঁও এলাকার ৮টি ভোটকেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। তাঁর মতে, এসব ভোট কেন্দ্রে সকালে নির্বাচনী কর্মকর্তাদের অলস সময় কাটাতে দেখা গেছে। ভোটকেন্দ্রগুলো ভোটারের অভাবে খাঁ খাঁ করছিল। কেন্দ্রগুলোতে ভোটারদের চাইতে কর্মকর্তাদের সংখ্যা বেশি এমনটাই মনে হয়েছে।

বিবিসি বাংলার আকবর হোসেন মিরপুর এবং মোহাম্মদপুরের অন্তত ১৪টি কেন্দ্র ঘুরে দেখেছেন। এর মধ্যে মিরপুরের ৯টি কেন্দ্রে কয়েক ঘণ্টায় তিনি দেখতে পান, সেখানে গড়ে কোনোভাবেই পাঁচ শতাংশের বেশি ভোট পড়ছে না। কোন কোন কেন্দ্রে ৬%-৭% ভোট পড়লেও, কিছু কেন্দ্রে এই হার ২ শতাংশেরও কম।

উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মতো দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে প্রায় একই ধরনের চিত্র দেখেছেন সংবাদদাতা সায়েদুল ইসলাম।

বিবিসির কাদির কল্লোল জানান, যে কেন্দ্রগুলোতে তিনি ঘুরেছেন তার কোনোটিতেই তিনি বিএনপির এজেন্ট দেখেননি। এগুলোর একটিতে বিএনপির এজেন্ট আসার পর কেন্দ্র থেকে তাকে বের করার দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। বাকি কেন্দ্রগুলোতে বিএনপির এজেন্টদের প্রবেশ করতেই দেয়া হয়নি বলে অভিযোগ এসেছে। উত্তর সিটি করপোরেশনের ১৪টি কেন্দ্রের মধ্যে মোহাম্মদপুরের একটি কেন্দ্রে বিএনপির এজেন্টকে দেখেছেন সংবাদদাতা আকবর হোসেন। তবে সেই এজেন্ট ছিলেন ভোটকেন্দ্রের বাইরে। তিনি ভেতরে প্রবেশ করতে চাইলেও কেন্দ্রের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা পুলিশ তাকে ঢুকতে দিচ্ছিলেন না।

ইভিএম নিয়ে ভোটারদের মধ্যে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখেছেন বিবিসির সংবাদদাতারা। তারা জানান, কারও কারও কাছে ইভিএমে ভোট দেয়া বেশ সহজ মনে হয়েছে। আবার অনেকের কাছে এই পদ্ধতিটি বেশ জটিল লেগেছে। কারো কারো আঙ্গুলের ছাপ মিলছিল না। এজন্য কয়েকজন ভোট না দিয়েই ফিরে গেছেন। কোনো কোনো কেন্দ্রে দেখা গেছে সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার বা পোলিং অফিসার গোপন কক্ষে ঢুকে ভোটারদের ভোট দেয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছেন, যেটা নির্বাচনী নিয়ম বহির্ভূত। এছাড়া বিবিসির সংবাদদাতা দেখতে পেয়েছেন যে ভোটকেন্দ্রে আওয়ামী লীগের যে এজেন্ট বা নির্বাচন কর্মকর্তা আছেন তারা পর্দায় ঘেরা জায়গাটিতে ঢুকে ভোটারকে বলছেন যে, তিনি যেন এই বাটনটি চাপেন।

সমকাল: *ইভিএম ভালো তবে বিড়ম্বনাও কম নয়'* শিরোনামে 'দৈনিক সমকাল' বলেছে "ইভিএম পদ্ধতি ব্যালটের চেয়ে ভাল যেখানে কারচুপি বা জালিয়াতিরও সুযোগ কম। কিন্তু আধুনিক এই প্রযুক্তিনির্ভর ইভিএম পদ্ধতিও বিতর্কের উর্ধ্বে থাকতে পারেনি। সিটি নির্বাচনের ভোটে আঙুলের ছাপ দিয়েও কোন কোন ভোটার নিজে তার প্রিয় প্রার্থীকে ভোট দিতে পারেনি। অভিযোগ উঠেছে ভোট দিয়ে দিয়েছেন অন্য কেউ। অনেক ক্ষেত্রে ভোটারের আঙুলের ছাপ মেলেনি, অনেক সময় লেগেছে। কিছুক্ষেত্রে মেশিনে ত্রুটি থাকায় ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। ফলে বিতর্ক এড়াতে পারেনি বহুল আলোচিত ইভিএম। ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের মাধ্যমে ভোটগ্রহণ করায় প্রবীন ও নারী ভোটারদের উপস্থিতি ছিল নগণ্য। অনেকেই আবার ইভিএমের ব্যবহারিক দিক সম্পর্কে না জানায় ভোট দেননি। যারা কেন্দ্রে গেছেন, তাদের অধিকাংশই কাউন্সিলর প্রার্থীদের তাগিদে অনেক ভোগান্তি শেষে ভোট দিতে পেরেছে। ভোট চলাকালে রাজধানীর অধিকাংশ কেন্দ্রেই সরব উপস্থিতি ছিল আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। পোলিং এজেন্ট ছাড়াও কেন্দ্রের ভেতরে নৌকার ব্যাজধারী এবং ক্ষমতাসীন দলের কাউন্সিলর প্রার্থীর কর্মীদের দাপুটে অবস্থান ছিল। কেন্দ্রগুলোতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্য ও ভোটে নিয়োজিত কর্মকর্তারা থাকলেও বহিরাগতদের প্রবেশ ঠেকাতে কোন ভূমিকা চোখে পড়েনি। ভোটকেন্দ্রগুলোর ফটক থেকে বহুদূর পর্যন্ত আওয়ামী লীগের কর্মীদের প্রায় একচেটিয়া অবস্থান ছিল। কেন্দ্রগুলো ছেয়ে থাকে নৌকার পোস্টার ও প্রচার সামগ্রীতে। সেখানে অন্য দলের প্রার্থীদের পোস্টার দেখা গেছে নামেমাত্র। ভোটে প্রচারের সময় বিএনপি কেন্দ্র পাহারা দেওয়ার কথা বললেও দলটির নেতাকর্মীদের উপস্থিতি অধিকাংশ কেন্দ্রের আশেপাশেও ছিলনা। বিএনপির পোলিং এজেন্টদের উপস্থিতিও অধিকাংশ কেন্দ্রে চোখে পড়েনি (০২/০২/২০২০)।

যুগান্তর: কেন্দ্র দখল, কাউন্সিলর প্রার্থীদের মধ্যে ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া, গণমাধ্যম কর্মীদের উপর হামলা, এজেন্টদের বের করে দেওয়াসহ বিচ্ছিন্ন ঘটনার মধ্যে দিয়ে শেষ হয় বহুল প্রত্যাশিত ঢাকার উত্তর ও দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন। এবার প্রথমবারের মত দুই সিটিতে ইভিএমে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়। সকাল থেকেই ভোটারদের উপস্থিতি ছিল কম। ইভিএমে ভোট দিতে গিয়েও বিড়ম্বনায় পড়েন ভোটাররা। অনেকে কেন্দ্রের সবকটি বুথে গিয়েও আঙুলের ছাপ না মেলায় ভোট দিতে পারেননি। আবার কোথাও কোথাও আঙুলে ছাপ দেয়ার পর নির্দিষ্ট একটি প্রতীকে ভোট দিতে বাধ্য করা হয়েছে বলে অনেক ভোটার অভিযোগ করেন।

দুই সিটির নির্বাচনে বিভিন্ন ভোটকেন্দ্রে বিক্ষিপ্ত সহিংসতা, এজেন্ট বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন ধরনের ৪৫টি ঘটনার তথ্য পায় নির্বাচন কমিশনের মনিটরিং সেল। ওইসব ঘটনার তথ্য আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যদের দেয়া হলে তারা তাৎক্ষনিক সমাধান করেছে বলে জানায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি মনিটরিং ও সমন্বয়ে গঠিত কেন্দ্রীয় সেল (০২/০২/২০)।

মানবজমিন: *ইভিএম-এর ফলও পরিবর্তন'* শিরোনামে দৈনিক মানবজমিন এ প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়- "ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে ভোট ছিনতাইয়ের আলোচনার মধ্যেই ফল পরিবর্তনের অভিযোগ করেছেন আওয়ামী লীগ সমর্থিত একজন কাউন্সিলর প্রার্থী। তার অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ওয়ার্ডে কাউন্সিলরের ফল স্থগিত করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনে দালিলিক প্রমান হাজির করে তিনি জানিয়েছেন, ইভিএম মেশিন থেকে নির্বাচন শেষে যে ফল দেয়া হয়েছিল রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে তা পরিবর্তন করে অন্য এক প্রার্থীকে বিজয়ী ঘোষণা করা হয়েছে। এটি যে ইচ্ছাকৃত ছিল তা প্রমানে তিনি ইভিএম মেশিন থেকে বের হওয়া ফলের কপি ও রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে দেয়া ফলের কপি নির্বাচন কমিশনে জমা দিয়েছেন। অভিযোগ আসার পর রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে ঢাকা দক্ষিণের ৩১ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর পদের ফল স্থগিত ঘোষণা করে দেয়া হয়। এদিকে ভোটের ফল ঘোষণার দিন মাঝখানে দীর্ঘ সময় বিরতি দিয়ে মধ্যরাতের পর ফল ঘোষণা নিয়েও অনেকে প্রশ্ন তুলেছেন। যে ওয়ার্ডে ফল জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয় থেকে এর ফল ঘোষণা করা হয় মধ্যরাতের পর। অথচ যে কেন্দ্রের ফল বদলের অভিযোগ এসেছে ওই কেন্দ্রের ফল ঘোষণার নথিতে সময় উল্লেখ করা হয়েছে বিকাল ৪ টা ৪৭ মিনিট (০৪-০২-২০)।

নির্বাচন সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট সকলের অভিমত

উপরোল্লেখিত পর্যবেক্ষণ থেকে দুই ধরনের বিষয় পরিলক্ষিত হয়। কারো কারো দৃষ্টিতে এই নির্বাচন ভালো বা সুষ্ঠু হয়েছে। আবার কারো কারো দৃষ্টিতে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি। যারা বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে, তাদের দলে আছেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদা এবং বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ। যারা বলেছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি, তারা নির্বাচনের ত্রুটির দিকসমূহ বা সমালোচনা তুলে ধরেছেন। তাদের পর্যবেক্ষণে যে বিষয়গুলো বেরিয়ে আসে তা নিম্নরূপ:

- ভোটকেন্দ্রে ভোটার উপস্থিতি বা ভোট পড়ার হার কম;

- নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ভোটারদের আস্থা না থাকা;
- দলসমূহের পাল্টাপাল্টি হুমকীর কারণে ভোটারদের কেন্দ্রবিমুখ হওয়া;
- ইভিএম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার;
- ইভিএম-এর ওপর আস্থা না থাকা;
- আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে কিছু কিছু ভোটারের ভোট না দিয়েই ফিরে যাওয়া;
- ভোটকেন্দ্রের বাইরে সরকারদলীয় কর্মী সমর্থকদের জটলা ও মহড়া;
- পাড়া-মহল্লা ও ভোটকেন্দ্র পাহারা;
- বুথে প্রকাশ্যে ভোট দিতে বাধ্য করা;
- একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেয়া;
- বিশেষ প্রার্থীকে ভোট দিতে চাপ সৃষ্টি করা;
- প্রিসাইডিং কর্মকর্তার ১%-এর ক্ষমতা থাকলেও তার চেয়ে বেশি ভোট দেওয়া;
- প্রকৃত কাস্টিং-এর চেয়ে ভোট কাস্টিং বেশি দেখানো;
- বিএনপি'র এজেন্টদের ভোটকেন্দ্রে ঢুকতে না দেওয়া বা ভোটকেন্দ্র থেকে মারধর করে বের করে দেওয়া;
- বিএনপি'র সাংগঠনিক দুর্বলতা;
- ভোটের মাঠে বিএনপিসহ অন্যন্য পক্ষসমূহের অনুপস্থিতি;
- শান্তিপূর্ণ নির্বাচন হওয়া;
- প্রতিবাদ বা সহিংসতা না থাকা;
- জালিয়াতি, প্রহসন ও ডিজিটাল কারচুপি;
- মধ্যরাতের পর ফলাফল ঘোষণা;
- ফলাফল পাল্টে দেওয়া ইত্যাদি।

মেয়র পদের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণ

ভোট পড়ার চিত্র:

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: কেন্দ্রভিত্তিক তথ্যের বিশ্লেষণে দেখা যায়, সিটি নির্বাচনে ঢাকা উত্তরের মোট ভোটার ছিলেন ৩০ লক্ষ ৯ হাজার ৭৫৯ জন এবং মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১,৩১৮টি। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৭ লক্ষ ৬২ হাজার ৭৮৮ জন; শতকরা হারে যা ২৫.৩৪%; যার মধ্যে বাতিল হয়েছে ১,৫৩০টি (০.২০%) ভোট।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা দক্ষিণে মোট ভোটার ছিলেন ২৪ লক্ষ ৫৩ হাজার ১৫৯ জন এবং মোট ভোটকেন্দ্র ছিল ১,১৫০টি। দক্ষিণে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ৭ লক্ষ ১১ হাজার ৪৮৮ জন ভোটার; শতকরা হারে যা ২৯.০০% যার মধ্যে বাতিল হয়েছে ১,৫৬২টি (০.২২%) ভোট।

দুই সিটি: দুই সিটি মিলিয়ে মোট ভোটার ছিলেন ৫৪ লক্ষ ৬২ হাজার ৯১৮ জন। ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন ১৪ লক্ষ ৭৫ হাজার ৮৩৮টি ভোট পড়েছে শতকরা হারে যা ২৭.০২%।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন ভোট কাস্টিং:

ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন: ঢাকা উত্তরে সবচেয়ে বেশি ৭৮.২১% ভোট পড়েছে উত্তরা আইডিয়াল কলেজ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ২,১৮০ জন। যার মধ্যে ১,৭০৫ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন; প্রদত্ত ভোটের ১,৬৮১টি (৯৮.৫৯%) ভোট পেয়েছেন মোঃ আতিকুল ইসলাম, তাবিথ আউয়াল পেয়েছেন ১৯টি (১.১১%) এবং হাত পাখা প্রতীকের প্রার্থী শেখ মোঃ জফলে হাসান মাসউদ পেয়েছেন ৫টি (০.২৯%); অন্য তিন প্রার্থী একটি ভোটও পাননি।

ঢাকা উত্তরে সবচেয়ে কম ভোট (৩.০৮%) পড়েছে কাফরুলের শহীদ পুলিশ স্মৃতি উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ২,০১১টি ভোটারের মধ্যে ৬২টি ভোট পড়েছে, যার মধ্যে আবার দুইটি ভোট বাতিল হয়। এই কেন্দ্রে মোঃ আতিকুল ইসলাম পেয়েছেন প্রদত্ত ভোটের ৫৩.২৩% (৩৩টি), তাবিথ আউয়াল পেয়েছেন ৩২.২৬% (২০টি), শেখ মোঃ জফলে হাসান মাসউদ পেয়েছেন ১১.২৯% (৭টি) ভোট এবং অন্য তিন প্রার্থী একটি ভোটও পাননি। উত্তরে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভোটের হারের মধ্যে পার্থক্য ৭৫.১৩ শতাংশ।

ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন: দক্ষিণে সবচেয়ে বেশি ৭৭.৪৭% ভোট পড়েছে দাসেরকান্দি হাজেরা বেগম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ভোটার ছিল ১,৫৬৭ জন যার মধ্যে ১,২১৪ জন ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন; প্রদত্ত ভোটের ৭৯৪টি (৬৫.৪০%) ভোট পেয়েছেন শেখ ফজলে নুর তাপস, মোঃ ইশরাক হোসেন পেয়েছেন ৩৯৮টি (৩২.৭৮%), আব্দুস সামাদ সুজন পেয়েছেন ৮টি, মোঃ আব্দুর রহমান এবং মোঃ সাইফুদ্দিন পেয়েছেন ৫টি করে, মোঃ বাহারানে সুলতান বাহার পেয়েছেন ৩টি এবং মোঃ আক্তারুজ্জামান ওরফে আয়াতুল্লাহ পেয়েছেন ১টি ভোট।

অন্যদিকে দক্ষিণে সবচেয়ে কম ভোট (৪.১৩%) পড়েছে কামরাঙ্গী চরের লিলি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল কেন্দ্রে। এই কেন্দ্রে মোট ১,৬৭২ ভোটারের মধ্যে ৬৯টি ভোট পড়েছে যার মধ্যে শেখ ফজলে নুর তাপস পেয়েছেন ৬২টি(৮৯.৮৬%), মোঃ ইশরাক হোসেন পেয়েছেন ৩টি (৪.৩৫%), মোঃ আব্দুর রহমান এবং আব্দুস সামাদ সুজন পেয়েছেন ২টি করে ভোট। অন্য তিন প্রার্থী এই কেন্দ্রে একটি ভোটও পাননি। দক্ষিণে সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন ভোটের হারের মধ্যে পার্থক্য ৭৩.৩০ শতাংশ।

ভোটের হার ভিত্তিক কেন্দ্র সংখ্যা

ভোটের হার	উত্তর সিটি করপোরেশন		দক্ষিণ সিটি করপোরেশন		ব্যবধান
	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	কেন্দ্র সংখ্যা	শতকরা হার	
১-১০%	৬৮	৫.১৬%	৩০	২.৬১%	উত্তরে ৩৮টি বেশি
১১-২০%	৪১৯	৩১.৭৯%	২৩২	২০.১৭%	উত্তরে ১৮৭টি বেশি
২১-৩০%	৪৮৮	৩৭.০৩%	৪১৪	৩৬.০০%	উত্তরে ৭৪টি বেশি
৩১-৪০%	২৫১	১৯.০৪%	৩০৪	২৬.৪৩%	দক্ষিণে ৫৩টি বেশি
৪১-৫০%	৪৭	৩.৫৭%	১২৮	১১.১৩%	দক্ষিণে ৮১টি বেশি
৫১-৬০%	১৬	১.২১%	২৮	২.৪৩%	দক্ষিণে ৫৩টি বেশি
৬১-৭০%	২৩	১.৭৫%	৭	০.৬১%	দক্ষিণে ১২টি বেশি
৭১-৮০%	৬	০.৪৬%	৭	০.৬১%	দক্ষিণে ১টি বেশি

ফলাফলের বিস্তারিত বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১-১০% ভোট পড়েছে উত্তরের ৬৮টি (৫.১৬%) এবং দক্ষিণের ৩০টি (২.৬১%) কেন্দ্রে, ১১-২০% ভোট পড়েছে উত্তরের ৪১৯টি (৩১.৭৯%) এবং দক্ষিণের ২৩২টি (২০.১৭%) কেন্দ্রে, ২১-৩০% ভোট পড়েছে উত্তরের ৪৮৮টি (৩৭.০৩%) ও দক্ষিণের ৪১৪ টি (৩৬%), ৩১-৪০% ভোট পড়েছে উত্তরের ২৫১টি (১৯.০৪%) ও দক্ষিণের ৩০৪টি (২৬.৪৩%) কেন্দ্রে, ৪১-৫০% ভোট পড়েছে উত্তরের ৪৭টি (৩.৫৭%) ও দক্ষিণের ১২৮টি (১১.১৩%) কেন্দ্রে, ৫১-৬০% ভোট পড়েছে উত্তরের ১৬টি (১.২১%) ও দক্ষিণের ২৮টি (২.৪৩%) কেন্দ্রে, ৬১-৭০% ভোট পড়েছে উত্তরের ২৩টি (১.৭৫%) ও দক্ষিণের ৭টি (০.৬১%) কেন্দ্রে, ৭১-৮০% ভোট পড়েছে উত্তরের ৬টি (০.৪৬%) ও দক্ষিণের ৭টি (০.৬১%) কেন্দ্রে।

উল্লেখ্য ভোট পড়ার গড় হার উত্তরে ২৫.৩৪% এবং দক্ষিণে ২৯.০৭%। দেখা যায় যে উত্তরে ২৬.০২% (৩৪৩টি) এবং দক্ষিণে ৪১.২১% (৪৭৪টি) ভোটকেন্দ্রে ৩০%-এর বেশি ভোট পড়েছে; যা গড়ের চেয়ে অনেক বেশি।

ভোটের শতকরা হারভিত্তিক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জেতা কেন্দ্র

বিশ্লেষণে দেখা যায়, ১-১০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে উত্তরে আতিক জিতেছেন ৬৫টি কেন্দ্রে ও তাবিথ জিতেছেন ২টি কেন্দ্রে এবং দক্ষিণে তাপস জিতেছেন ২৯টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ১টি কেন্দ্রে। ১১-২০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ৩৬৩টি কেন্দ্রে ও তাবিথ জিতেছেন ৫৫টি কেন্দ্রে এবং তাপস জিতেছেন ২১২টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ১৭টি কেন্দ্রে। ২১-৩০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ৪০৩টি কেন্দ্রে ও তাবিথ জিতেছেন ৮৩টি কেন্দ্রে এবং তাপস জিতেছেন ৩৬৯টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ৪৬টি কেন্দ্রে। ৩১-৪০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ১৯৩টি কেন্দ্রে ও তাবিথ জিতেছেন ৫৯টি কেন্দ্রে এবং তাপস জিতেছেন ২৫৩টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ৫১টি কেন্দ্রে। ৪১-৫০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ৪১টি কেন্দ্রে ও তাবিথ জিতেছেন ৬টি কেন্দ্রে এবং তাপস জিতেছেন ৯৫টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ৩২টি কেন্দ্রে। ৫১-৬০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ১৬টি কেন্দ্রে ও তাবিথ একটি কেন্দ্রেও জিতেননি। আর তাপস জিতেছেন ১৯টি কেন্দ্রে ও ইশরাক জিতেছেন ৯টি কেন্দ্রে। ৬১-৭০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ২৩টি কেন্দ্রে অন্যদিকে তাবিথ একটি কেন্দ্রেও জিতেননি এবং তাপস জিতেছেন ৭টি কেন্দ্রে ও ইশরাক একটি কেন্দ্রেও জিতেননি। ৭১-৮০% ভোট পড়া কেন্দ্রসমূহের মধ্যে আতিক জিতেছেন ৬টি কেন্দ্রে ও তাপস জিতেছেন ৭টি কেন্দ্রে । অন্যদিকে তাবিথ ও ইশরাক একটি কেন্দ্রেও জিতেননি।

সারণি: ভোটের হার ভিত্তিক প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের জেতা কেন্দ্রসংখ্যা

ভোটের হার	উত্তর			দক্ষিণ		
	আতিকের জেতা কেন্দ্র সংখ্যা	তাবিথের জেতা কেন্দ্র সংখ্যা	ব্যবধান	তাপসের জেতা কেন্দ্র সংখ্যা	ইশরাকের জেতা কেন্দ্র সংখ্যা	ব্যবধান
১-১০%	৬৫	২	আতিকের ৬৩টি বেশি	২৯	১	তাপসের ২৮টি বেশি
১১-২০%	৩৬৩	৫৫	আতিকের ৩০৮টি বেশি	২১২	১৭	তাপসের ১৯৫টি বেশি

২১-৩০%	৪০৩	৮৩	আতিকের ৩২০টি বেশি	৩৬৯	৪৬	তাপসের ৩২৩টি বেশি
৩১-৪০%	১৯৩	৫৯	আতিকের ১৩৪টি বেশি	২৫৩	৫১	তাপসের ২০২টি বেশি
৪১-৫০%	৪১	৬	আতিকের ৩৫টি বেশি	৯৫	৩২	তাপসের ৬৩টি বেশি
৫১-৬০%	১৬	০	আতিকের ১৬টি বেশি	১৯	৯	তাপসের ১০টি বেশি
৬১-৭০%	২৩	০	আতিকের ২৩টি বেশি	৭	০	তাপসের ৭টি বেশি
৭১-৮০%	৬	০	আতিকের ৬টি বেশি	৭	০	তাপসের ৭টি বেশি

উত্তরের ১,৩১৮টি কেন্দ্রের মধ্যে আতিক জয়লাভ করেছেন ১,১১০টি কেন্দ্রে এবং তাবিথ জয়লাভ করেছেন ২০৫টি কেন্দ্রে। আর ৩টি কেন্দ্রে দুইজন-ই সমান ভোট পেয়েছেন। পক্ষান্তরে দক্ষিণের ১,১৫০টি কেন্দ্রের মধ্যে তাপস জয়লাভ করেছেন ৯৯১টি কেন্দ্রে এবং ইশরাক জয়লাভ করেছেন ১৫৬টি কেন্দ্রে আর তিনটি কেন্দ্রে দুইজনই সমান ভোট পেয়েছেন।

উল্লেখ্য ঢাকা উত্তরের ৫০% এর অধিক ভোট পড়া ৪৫টি (৩.৪১%) ভোটকেন্দ্রে তাবিথ আউয়াল এবং ঢাকা দক্ষিণের ৬০%-এর অধিক ভোট পড়া ১৪টি (১.২২%) ভোটকেন্দ্রে মোঃ ইশরাক হোসেন কোনো ভোট পাননি।

কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের হার ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির চিত্র: কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের হার ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির চিত্র নিম্নে তুলে ধরা হলো।

কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের হার ও প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের ভোট প্রাপ্তির চিত্র

কেন্দ্রভিত্তিক ভোটের হার	উত্তর			দক্ষিণ		
	আতিকের প্রাপ্ত ভোট (%)	তাবিথের প্রাপ্ত ভোট (%)	ব্যবধান	তাপসের প্রাপ্ত ভোট (%)	ইশরাকের প্রাপ্ত ভোট (%)	ব্যবধান (%)
১-১০%	৬৫.৪৩	২৮.৫২	৩৬.৯১	৭৪.০৭	২১.০৭	৫৩.০০
১১-২০%	৬২.০২	৩১.৪৫	৩০.৫৭	৬৫.২২	২৯.৫৫	৩৫.৬৭
২১-৩০%	৫৭.০৪	৩৬.০৫	২১.০০	৬২.৭১	৩০.৬৫	৩২.০৬
৩১-৪০%	৫৩.৩৭	৩৯.৩০	১৪.০৭	৫৬.৮৩	৩৫.২৬	২১.৫৭
৪১-৫০%	৫৮.৪১	৩৪.০৩	২৪.৩৮	৫৫.৩২	৩৬.০৬	১৯.২৫
৫১-৬০%	৬৪.৪০	৩০.৩৫	৩৪.০৫	৫৪.৪৪	৩৬.৮৭	১৭.৫৭
৬১-৭০%	৭৫.০৪	২২.২৪	৫২.৮০	৬১.১১	৩১.৫০	২৯.৬১
৭১-৮০%	৭৪.২৩	২৩.৪২	৫০.৮১	৬৪.১৫	৩১.৬৮	৩২.৪৭

বাতিল ভোট প্রসঙ্গ: বাতিল ভোট প্রসঙ্গে এমন ধারণা ছিল যে, ইভিএম-এ কোনো ভোট বাতিল হয়না। বিগত জাতীয় নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহৃত কেন্দ্রগুলোতে কোনো ভোট বাতিল হয়নি। কিন্তু ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোট বাতিল হয়েছে।

ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশন নির্বাচনে মেয়র পদে প্রদত্ত ৭ লাখ ৬২ হাজার ৭৮৮ ভোটের মধ্যে বাতিল বা অবৈধ হয়েছে ১,৫৩০টি (০.২০%) এবং দক্ষিণে প্রদত্ত ৭ লাখ ১৩ হাজার ৫০ ভোটের মধ্যে বাতিল হয়েছে ১,৫৬২টি (০.২২%)। দুই সিটি মিলিয়ে মোট ৩,০৯২টি ০.২১%) ভোট বাতিল হয়।

বাতিল ভোটের বিষয়ে নির্বাচন কমিশনের কর্মকর্তারা বলেছেন, ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) মাত্র একটি কারণে ভোট বাতিল হয়ে থাকে সেটা হলো কোনও পদে ভোট প্রদান না করা। তবে, ভোটদানে বিরত থাকার বিষয়টি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে হয়। কোনও ভোটার এটি ইচ্ছাকৃতভাবে করতে পারেন। আবার ভোটার প্রক্রিয়াটি না বুঝলেও এটা হতে পারে। কোনও ভোটার যদি ব্যালট ইউনিটের কোনও প্রতীকেই ভোট না দিয়ে দুইবার ক্যানসেল (বাতিল) অপশন টিপ দেন, তাহলে তার ভোটটি বাতিল হবে। কেউ না বুঝে এভাবে দুইবার ক্যানসেল অপশনে টিপ দিলেও তার ভোট বাতিল হবে (বাংলা ট্রিবিউন, ২ ফেব্রুয়ারি ২০২০)।

ঢাকা সিটি নির্বাচনের মেয়র পদের কেন্দ্রভিত্তিক ফলাফল বিশ্লেষণে দেখা যায়, উত্তরে একটি ভোটও বাতিল হয়নি ৫৬২টি (৪২.৬৪%) কেন্দ্রে এবং দক্ষিণে একটি ভোটও বাতিল না হওয়া কেন্দ্রসংখ্যা ৪৫০টি (৩৯.১৩%)। ১ শতাংশের কম ভোট বাতিল হওয়া কেন্দ্র সংখ্যা উত্তরে ৬৩২টি (৪৭.৯৫%)

ও দক্ষিণে ৫৭৮টি (৫০.২৬%)। ১ শতাংশ ভোট বাতিল হওয়া কেন্দ্রসংখ্যা উত্তরে ১১৯টি (৯.০৩%) ও দক্ষিণে ১২২টি (১০.৬১%)। দক্ষিণের কোনো কেন্দ্রে ১ শতাংশের বেশি ভোট বাতিল না হলেও উত্তরে ২ থেকে ৫ শতাংশ ভোট বাতিল হয়েছে ৫টি কেন্দ্রে।

উপরোক্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনে গড়ে ২৫.৩৪% এবং দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনে ২৯.০৭% ভোট পড়েছে। উত্তরে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভোট পড়ার হার যথাক্রমে ৩.০৮ ও ৭৮.২১ এবং দক্ষিণে সর্বনিম্ন ও সর্বোচ্চ ভোট পড়ার হার যথাক্রমে ৪.১৩ ও ৭৭.৪৭%। নির্বাচনের দিনের ভোটচিত্রের বিবেচনায় অধিক হারে ভোট পড়ার বিষয়টি কি প্রশ্ন সাপেক্ষ নয়?

ফেসবুক জরিপ: ৯৪ শতাংশই বলছেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি

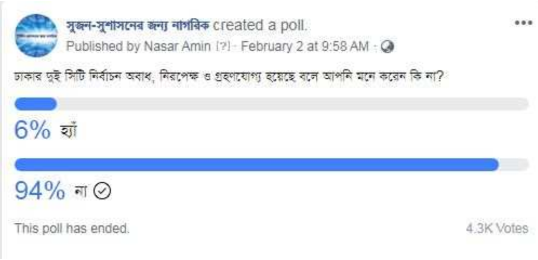

ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন কেমন হলো তা জানতে নির্বাচনের পরে সুজন-এ ফেসবুক পেজে আমরা একটি অনলাইন ভোটের (পোল) ব্যবস্থা করি। আমাদের প্রশ্ন ছিল: 'ঢাকার দুই সিটি নির্বাচন অবাধ, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে আপনি মনে করেন কি না?' এতে চার হাজার তিনশত জন মানুষ অংশ নেন। যারা প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তাদের ৯৪ শতাংশই বলেছেন যে, নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়নি। যদিও অনলাইন ভোট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, এটি জনসাধারণের ধারণার অনেকটা ইঙ্গিত বহন করে।

সুজন-এর মূল্যায়ন

ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য রাজনৈতিক দল ও নির্বাচন বিশ্লেষকের মতামত এবং গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে যেসকল বিষয় উঠে এসেছে তার সঙ্গে বেশি দ্বিমতের কোনো সুযোগ নেই। তবে আমরা মনে করি কয়েকটি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। নিম্নে বিষয়সমূহ উত্থাপিত হলো।

১.স্বল্প ভোটার উপস্থিতি: এই নির্বাচনের সবচেয়ে আলোচিত বিষয় ছিল স্বল্প ভোটার উপস্থিতি। আমরা মনে করি ভোটার উপস্থিতি কম হওয়ার কারণসমূহ হলো:

- নির্বাচন ব্যবস্থার ওপর ভোটারদের আস্থা না থাকা; অর্থাৎ ভোট সুষ্ঠু হবে না এধরনের পূর্বধারণা;
- ইভিএম সম্পর্কে নেতিবাচক প্রচার ও ইভিএম-এর ওপর আস্থা না থাকা;
- দলসমূহের পাল্টাপাল্টি হুমকীর কারণে শঙ্কিত হয়ে ভোটারদের কেন্দ্রবিমুখ হওয়া;
- পাড়া-মহল্লা ও ভোটকেন্দ্র পাহারা এবং ভোটকেন্দ্রের বাইরে সরকারদলীয় কর্মী সমর্থকদের জটলা ও মহড়া;
- আঙুলের ছাপ না মেলার কারণে কিছু কিছু ভোটারের ভোট না দিয়েই ফিরে যাওয়া;
- একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেওয়ার বিষয়টি প্রচার হওয়া;
- ক্ষমতাসীন দলের সমর্থকদের মধ্যে 'ভোটকেন্দ্রে না গেলেও তাদের প্রার্থী জয়ী হবেই এমন ধারণা বদ্ধমূল থাকা;
- প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে শঙ্কা ও 'তাদের প্রার্থী জিততে পারবে না' এমন ধারণা সৃষ্টি হওয়া;
- যানবাহন চলাচল বন্ধ থাকা
- একসাথে দুই দিন ছুটি থাকা ইত্যাদি।

২. একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেওয়া: একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেওয়ার বিষয়টিও এই নির্বাচনের বহুল আলোচিত একটি বিষয়। ইভিএম সম্পর্কে আগে থেকেই আলোচনা হচ্ছিল যে, যদি নির্বাচনের দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা নিরপেক্ষ না হন, তবে একজন ভোটারের ভোট আর একজন দিয়ে দিতে পারে; যেটি এই নির্বাচনে ঘটেছে। একজনের ভোট আর একজন দিয়ে দেওয়ার বিষয়টি ব্যাপকভাবে ঘটার অভিযোগ থাকলেও কোথাও বাধা দেওয়ার ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি, বা কাউকে পুলিশে সোপর্দ করা হয়নি। তার অর্থ কি এই যে, নির্বাচনী দায়িত্বে নিয়োজিত কর্মকর্তারা পক্ষপাত দুষ্ট ছিলেন? ইভিএম ব্যবহারের ক্ষেত্রে দুজন করে সহায়ক থাকার কথা ছিল। তারা তবে কী করলেন? এই জায়গাটি যদি ঠিক না করা যায়, তবে কখনই আমাদের নির্বাচনকে অবাধ, নিরপেক্ষ তথা সুষ্ঠু করা যাবে না। উল্লেখ্য, নির্বাচনী কর্মকর্তাগণ কর্তৃক ১%-এর অধিক ভোট প্রদান এবং ফলাফল পাল্টে দেয়ার অভিযোগের বিষয়টিও নির্বাচনী কর্মকর্তাদের নিরপেক্ষতার সাথে সংশ্লিষ্ট।

৩. শান্তিপূর্ণ নির্বাচন: একটি প্রচার আছে যে, এই নির্বাচন ছিল শান্তিপূর্ণ। আমরা মনে করি, এই শান্তি অশান্তির চেয়েও ভয়াবহ। কেননা, ভয়ের সংস্কৃতির কারণে কেউ যদি অন্যায়ের প্রতিবাদ করার সাহস না পায়, তবে সেই অন্যায়ের প্রতিকার পাওয়া দুষ্কর। ব্যাপক অনিয়ম হওয়ার পরেও যদি সেই নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়,তবে বুঝতে হবে প্রতিপক্ষ এখানে চরম দুর্বল।

৪. নির্বাচনের মাঠে বিএনপির অনুপস্থিতি ও সামর্থ: বিএনপি একটি বড় রাজনৈতিক দল। নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সিদ্ধান্তের পর, বার বার তারা ভোটারদের জানান দিয়েছে যে, বিএনপি মাঠ ছাড়বে না। তারা ভোটকেন্দ্র পাহারা দেওয়ার কথা বলেছে; ভোটারদের ভোটকেন্দ্রে নির্ভয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। পাশাপাশি তারা অনিয়মের অভিযোগও করেছে। কিন্তু কোথাও অনিয়মের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদী হতে দেখা যায়নি। তাদের মনে রাখতে হবে, বিএনপি একটি রাজনৈতিক দল। আন্দোলন-সংগ্রামের ধারাতেই একটি রাজনৈতিক দলকে জনগণের মধ্যে অবস্থান তৈরি করে নিতে হয়।

উপসংহার: সুজন মনে করে, একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পর ঢাকা উত্তর ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন, নির্বাচন কমিশনের সামর্থ্য প্রমানের সুযোগ হিসেবে এসেছিল। কিন্তু এ সুযোগ কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে নির্বাচন কমিশন।

পরিশেষে বলতে চাই যে, এটি স্পষ্ট যে সামগ্রিকভাবে ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিলো 'নিয়ন্ত্রিত' নির্বাচন। তবে অতীতের তুলনায় নিয়ন্ত্রণের ধরন ছিলো কিছুটা ভিন্ন। অবস্থা দৃষ্টে মনে হচ্ছে, এই ত্রুটিপূর্ণ নির্বাচনগুলো যেন বাংলাদেশের নির্বাচনী রাজনীতিতে স্বাভাবিক বিষয়ে পরিণত হচ্ছে। আর ইভিএম সম্পর্কে ভোটারদের মধ্যে যে উদ্বেগ ও আস্থাহীনতা ছিল, এই নির্বাচনের পর তা কাটিয়ে উঠা সম্ভব হয়নি নির্বাচন কমিশনের পক্ষে। বরং সেগুলো আরও প্রকট হয়েছে। এই উদ্বেগ ও আস্থাহীনতা আমাদের নির্বাচন ব্যবস্থার পুরোপুরি ভেঙে পড়ার ভয়াবহ ঝুঁকি তৈরি করছে। তবে নির্বাচনই ক্ষমতা বদলের একমাত্র বৈধ এবং শান্তিপূর্ণ পথ। যদি ক্ষমতা হস্তান্তরের শান্তিপূর্ণ পথটি রুদ্ধ হয়ে যায়, তাহলে আমরা এক অশুভ ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত হতে পারি, যার দায় সরকার ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে এবং মাশুল গুনতে হবে দল-মত নির্বিশেষে সকলকে।

নিশ্চয়ই এই ধরনের পরিণতি কারো কাছেই প্রত্যাশিত নয়। আর তা যদি না হয়, তবে জাতিগতভাবেই আমাদের এগিয়ে আসতে হবে এই সমস্যা সমাধানের দিকে; যা হতে পারে রাজনৈতিক দলসমূহের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক তথা জাতীয় সনদ স্বাক্ষরের মধ্য দিয়ে।